

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল কেন দরকার?

মিয়া মোহাম্মদ আবুল কালাম হাদান



গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল কেন দরকার?

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক কাঠামো ৪ ধাপের।
১-ইউনিয়ন পরিষদ ২-জেলা পরিষদ ৩-সংসদ সদস্য পরিষদ
৪- জাতীয় মহা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতায়িত করার এই
কাঠামোতে সকল প্রকার কর আদায় করবে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এবং
এই কর থেকে ইউনিয়নের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করবে। শিক্ষা,
আবাসন, চিকিৎসা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা বহন করবে।

মিয়া মোহাম্মদ আকলিস হাসান



চিন্তাসূত্র

৩৩/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

০১৫৫১-৯৬৯৬৯৬, ০১৬-৭৭৮৮৯৯০১

গ্রাম: গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল
লেখক: মিয়া মোহাম্মদ আকলিস হাসান
ওয়েব-www.grambanglagonatantrikdol.com
www.grambanglagonatantrikdol.com

প্রকাশনাালয়

চিন্তাসূত্র

৩৩/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

০১৫৫১-৯৬৯৬৯৬, ০১৬-৭৭৮৮৯৯০১

স্বত্ব: লেখক

ওয়েব

www.grambanglagonatantrikdol.com

<https://grambanglagonatantrikdol.com>

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক

মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

মুদ্রণ: সওগাত প্রেস

পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ: এম এ সায়েম

অঙ্কর বিন্যাস:

ফাতেমা ইসলাম

আর্ট: সোমাইয়া, পুতুল, ও রাকিব

বানান সমন্বয়:

আনোয়ার আল হাদী

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর. ২০২৪ ইং

মূল্য: ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা

আইএসবিএন: 978-984-89-9314-7

Gram Bangla Gonotantik Dol by Mia Mohammad Akils Hasan, All
right reserved. No part of this Publication may be commercial repro-
duce, stored in a retrieval system or transmitted in any form.

সূচিপত্র

মুখবন্ধ-৯

মুক্তির পথ-১১

গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক সরকার কার্যামো-১৩

বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য

জনগণের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা-১৭

ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে-২৭

পরিষদের ভিটায় অট্টালিকা-৩৩

সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে মুক্তি-৩৬

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে-৩৯

পানি সংরক্ষণ করা ১৬ কোটি মানুষের দায়িত্ব-৪১

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে-৪৫

দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য পরিকল্পনা দরকার-৪৭

আমাদের উপজেলা পদ্ধতি কোনো কাজের নয়-৪৯

প্রশাসনের মূল প্রাণকেন্দ্র হবে ইউনিয়ন পরিষদ-৫০

যুব সমাজের প্রতি অনুরোধ জানাই-৫২

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র-৫৭

ইউনিয়নবাসীর প্রতি আহ্বান-৬৩

প্রত্যেক নাগরিককে গণতান্ত্রিক বিষয়ের উপর শিক্ষা নেওয়া উচিত-৬৭

নদী ভাঙ্গনের এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব-৭০

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার-৭৫

কেন আমার ইচ্ছা হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে-৮৫

জেলা পরিষদ-৯০

সূচিপত্র

সকল ক্ষমতার উৎস নাগরিকদের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ-৯৩

ঋণের ফাঁদে সরকার-৯৫

ছমকির মুখে সড়ক-রেলসেতু ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র-১০৪

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ-১০৭

গ্রামবাংলা সম্বন্ধে-১০৯

সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১১৬

যোগাযোগ ব্যবস্থা-১২২

রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতা ও সহনশীলতা-১৩৪

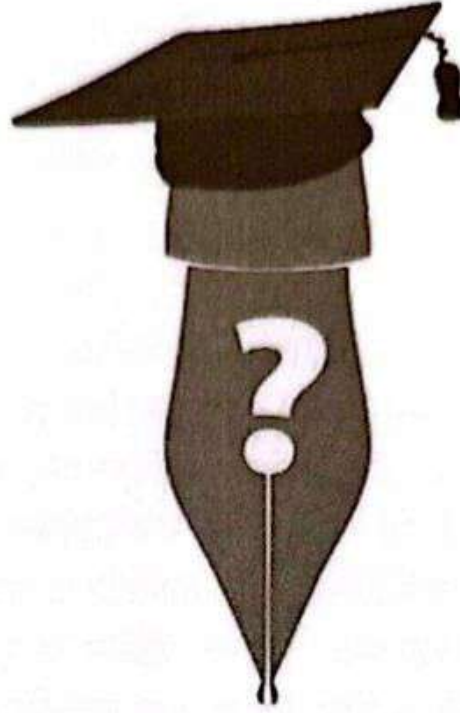
গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল-১৪৫

নতুন রাজনীতি-১৪০

রাজনৈতিক কাঠামো ৪ধাপের-১৪৪

পরিবারতন্ত্র কেন প্রথা হয়ে থাকবে? -১৭১





মুখবন্ধ

ইউনিয়ন পরিষদ হলো বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক। মূলত গ্রাম চৌকিদারি আইন ১৮৭০-এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ আইনের অধীনে প্রতিটি গ্রামে পাহারা টহল ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে কতগুলো গ্রাম নিয়ে একটি করে ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠনের মাধ্যমে কিছু ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ধরনের মামলার বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

গ্রামীণ জনপদের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ একমাত্র প্রতিষ্ঠান হলেও দুঃখজনকভাবে সত্য যে, আজ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। ১জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য (মেম্বার) এবং সংরক্ষিত আসনের ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে মোট ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিভিন্ন আইন ও বিধির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতা প্রদান করা হলেও সাংগঠনিক কাঠামো না থাকার কারণে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে এসব আইন ও বিধি অকার্যকর হয়ে গেছে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০০৫

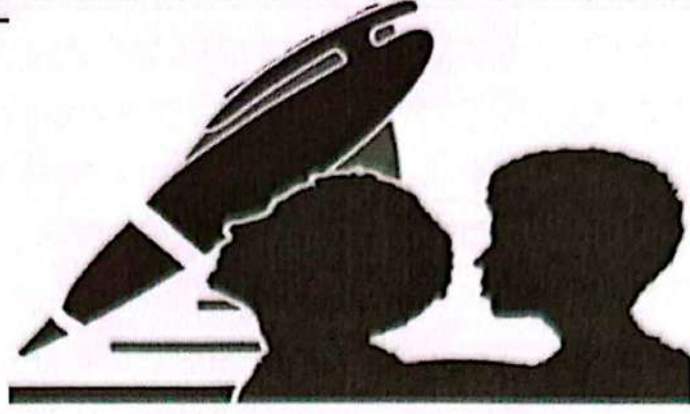
বর্তমানে একজন চেয়ারম্যান ১ হাজার ৬০০ টাকা, একজন সদস্য ৯০০ এবং চৌকিদারেরা মাত্র ১ হাজার ৬০০ টাকা সম্মানী ভাতা পান। এ দিয়েই চলে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ।

কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদকে একটি কার্যকর ও জনস্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হলে এবং পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু স্থায়ী কমিটি গঠন করা দরকার। যেমন হিসাব রক্ষণ, কর নিরূপণ ও আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ; পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়োনিক্কাশন, সামাজিক-ল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; পরিবেশ উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ; পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ইত্যাদি। প্রতিটি কমিটি হতে পারে পাঁচ থেকে সাত সদস্যবিশিষ্ট। এসব কমিটিতে পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার গণমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ থাকতে পারেন। নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু করতে হলে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রতিবছর উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়ন করবে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সভা এবং ওয়ার্ড সভা হবে। সভায় চেয়ারম্যান ও সদস্যরা গ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করবেন।

মানুষ যখন দেখবে তাদের প্রদত্ত রাজস্ব তাদেরই উন্নয়নে এবং কল্যাণের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তাদের রাজস্ব প্রদানে অনীহা দূর হবে। এভাবে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধি করে তাদের ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে পারেন। প্রয়োজনে এলাকার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও ধনী মানুষদেরকে ইউনিয়নের হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উপায়ও খুঁজে বের করতে পারেন। এ ছাড়া গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০০৬



মাথাভারী প্রশাসন থেকে মুক্তির পথ

উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশের সব ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রিক প্রশাসনিক কাটামো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে কাজ করছেন গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল।

উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১. ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা সবকিছু পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হবে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়নের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা এবং সেসব বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ তথা দেশের বিনির্মাণ।

২. ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট তৈরি করা। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আয়কর, ভ্যাট, বিজনেস ট্যাক্স, হোল্ডিং ট্যাক্স কালেক্ট করা এবং এই বাজেট থেকে ইউনিয়নের সার্বিক খরচ নির্বাহ করা।

৩. ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করা।

৪. দেশের চার হাজার ৫৬৯টি ইউনিয়ন পরিষদের বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা।

৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচির জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ডাটাবেস তৈরি করা এবং ডিজিটাল ফরমেটে নেটওয়ার্কিং ও শেয়ারিং-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০০৭

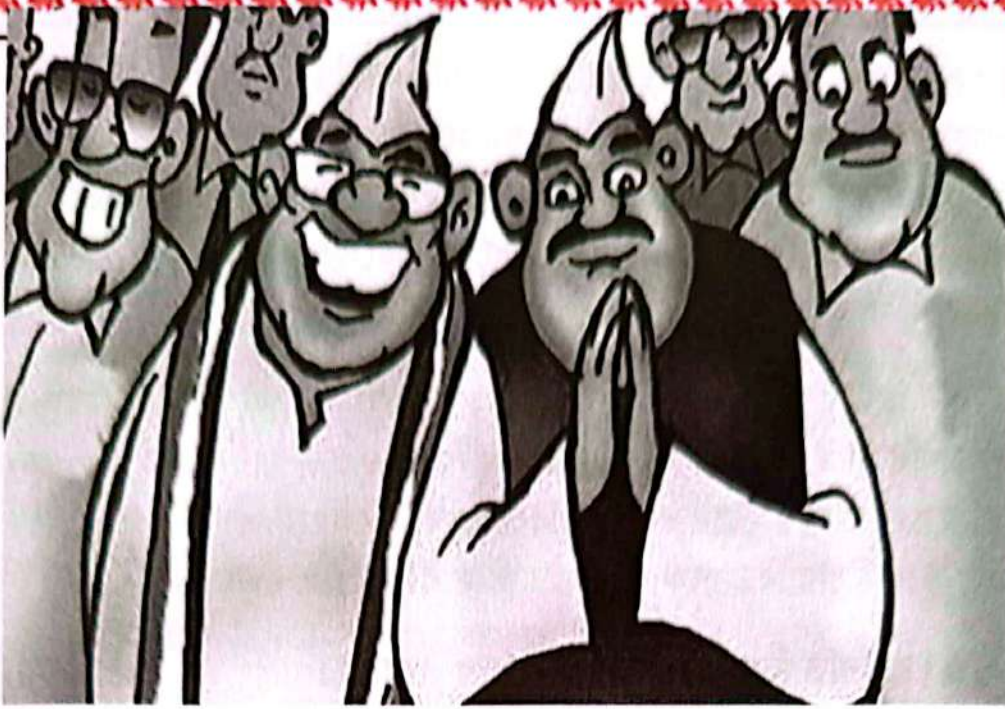
বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় এবং এটাই হয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রথা। এই সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের কোন কর্তৃক নেই। জনগণ শুধুমাত্র দেখার অধিকার রাখে মাত্র। শুধু নমিনেশনের নামে চলে কোটি কোটি টাকার খেলা। ফলে ক্ষমতায় গিয়ে এই টাকা লাভসহ তুলতে গিয়ে নানা অপকর্ম করে। উন্নয়নের নামে এই ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি অফিস পরিচালনার নামে হাজার হাজার মানুষকে উচ্চ বেতন-ভাতা দিয়ে পোষা হচ্ছে, তাতে দেশের একটি বড় অঙ্কের অপচয় এবং দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এক জনের কাজ ২০জন মিলে করছে। আবার এই চাকরি হয়ে গেছে বর্তমানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকেও কিংবা পাশাপাশি অন্য ব্যবসা করে বেতন তোলা যায়, চাকরি যায় না কিছুতেই। অথচ রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ বরাদ্দ পেলে এবং প্রতিটি ইউনিয়ন কর্তৃক নিজস্ব আওতাধীন এলাকায় আদায় করা কর থেকে ইউনিয়ন পরিষদ সকল প্রকার ব্যয় বহন করতে পারে। ইউনিয়নে শিক্ষা, আবাসন, চিকিৎসা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা বহন করতে পারে। প্রতিটি ইউনিয়নের নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে ইউনিয়নের প্রশাসনিক দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়।

প্রত্যেক গ্রাম থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে এক বছরের জন্য ইউনিয়নের একটি সদস্য সভা হলে। সেখানে ৪০ জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা যায়। ইমারতের জন্য বিপুল টাকা খরচ না করে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ টাকা খরচ করলে মানুষের অভাব অভিযোগ কমে আসবে। এভাবে উচ্চ বেতন-ভাতার জঞ্জাল থেকে এবং সময়ের অপচয় থেকে আমরা সকলে মুক্তি পাবি। দক্ষিণ কোরিয়ান মডেলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ছাত্র সমাজের জন্য ক্যাডেট কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হলে, দেশ-সমাজ জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে উন্নত বিশ্ব কাতারে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

আবু ওবাইদ

প্রকাশক

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০০৮



গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক সরকার কাঠামো

জেলা পরিষদ থাকবে ২৬টি ইউনিয়নের ২জন প্রতিনিধি নিয়ে ৫২টি সদস্য পদ।

১। ইউনিয়ন পরিষদ হবে স্থানীয় সরকারের মিনি পার্লামেন্ট, যেখানে থাকবে ১৫টি শাখা বা বিভাগ যা এই পরিষদের কার্য পরিচালনা করবে। যা এই ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালনা করবে।

২। ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন ৪০টি গ্রাম নিয়ে হবে এবং ৪০ জন কাউন্সিলার একটি গ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

৩। ৬৭০০ ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে হবে স্থানীয় সরকার এবং ১০৬টি পৌরসভা। পৌর করপোরেশন থাকবে এই স্থানীয় সরকারে।

৪। ৬৪টি জেলা পরিষদ থাকবে। প্রতিটি জেলা পরিষদে থাকবে ৫২টি সদস্য পদ, যা কিনা ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ২ জন প্রতিনিধি। আর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে ৫জন সদস্য। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিমাসে ১টি সভা হবে, যেখানে বেশির ভাগ আলোচনা ও পরিকল্পনা হবে ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে, আর কিছু বড় বড় পরিকল্পনা জেলা পরিষদের অধীনে থাকবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০০৯

৫। জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে ১৮০৬টি স্থানীয় সরকারের গঠিত ৬টি পরিষদের ১ জন সদস্য নিয়ে ৩০০ জন সংসদ সদস্য অথবা ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা থেকে নেওয়া হলে ৪৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে জাতীয় পরিষদ, যারা প্রতি মাসে আসবে ৪ দিনের জন্য। আর জনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর ব্যবস্থা নিবে স্থানীয় সরকার।

৬। জাতীয় মহাপরিষদ গঠিত হবে ২টি জেলা বা ২টি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নিয়ে। যার মধ্যে ৩২ জন আসবে ভোটের মাধ্যমে আর ৮ জন আসবে ৪ বাহিনী থেকে। বিচার বিভাগ থেকে কোনো সদস্য নেওয়া হবে না। তবে বিচার বিভাগকে সামনে রাখা হবে।

৭। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ কোনো দল থেকে হবে না।

৮। জাতীয় সংসদ পরিষদে থাকবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাস্বার্থী গোষ্ঠি, যারা শুধু বিভিন্ন আইন পাস আর নীতি নির্ধারণ করবে।

৯। বিকেন্দ্রীয়করণ ব্যবস্থা সর্বস্তরে কার্যকর করার জন্য ৩০০ সংসদ পদ থাকবে জাতীয় পরিষদে। যা কিনা সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়াবে আর ব্যক্তিপূজা বন্ধ করবে।

১০। খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য শিক্ষা ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।

১১। রাজধানীর জনসংখ্যা কমানো ও স্বাস্থ্যসম্মত বসতি নির্মাণের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন অফিস অন্যান্য জেলায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ থাকবে। আর সেই সাথে থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত বসতি নির্মাণের বাধ্যতামূলক রূপরেখা। যা কিনা আলোচনার মাধ্যমে আসবে।

১২। রাস্তায় যানবাহন ঘটিত যে কোন দুর্ঘটনায় পুলিশ না আসা পর্যন্ত গাড়ীচালক পালাতে পারবে না। এই দুর্ঘটনাজনিত মারামারি, ভাংচুর, রাস্তা বন্ধ ইত্যাদি আইগত নিষিদ্ধ করা হবে। আর এই আইন অমান্যকারীকে দণ্ডনীয় সাজা দেওয়া হবে।

১৩। যেসব এলাকা বেকারত্ব বেশি সেখানে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১০

আর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্যে ১ থেকে ৫ বছর সুদমুক্ত আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।

১৪। সকল স্তরের শুল্ক আদায়কারী আর অভিবাসন কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৫। পানি ও পথ উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দেয়া হবে।

১৬। গ্রাম-গঞ্জের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে ২৫০ থেকে ৬০০তে আনার প্রস্তাব রাখা হবে। আর ৪ বছর বয়স থেকে বাল্যশিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

১৭। যেসব সেবাদান প্রতিষ্ঠান বা গৃহস্থ পরিবার বা অন্যান্য শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্যের মাল ক্রয় করে কাজ পরিচালনা করে তাদেরকে নিবন্ধন করা হবে এবং সকল শ্রেণির শ্রমিকদের একটি ন্যূনতম কর প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। এই কর ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থাকবে। আর এখান থেকে বয়স্ক ভাতা আর কর্ম-অক্ষমতার ভাতা প্রদান করা হবে। শ্রমিক যদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য কর্ম-অক্ষম হয় তবে তার দৈনিক আয়ের উপর শতকরা কিছু অংশ মালিক ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা দিবে আর বাকি অংশ আসবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। আর এই টাকার পরিমাণ ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারণ করবে আলোচনার মাধ্যমে।

১৮। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থাকবে।

নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯৫
অধ্যাদেশ নং ৬, ১৯৯৫।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সমূহকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদানকল্পে প্রণীত।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১১

অধ্যাদেশ

যেহেতু সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সমূহকে কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনক-ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা: এই অধ্যাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গেও পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) “নির্বাচন” অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন,

(খ) “নির্বাচনকাল” অর্থ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পনের দিন পর্যন্ত সময়।

(গ) “পরিষদ” অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা।

৩। অধ্যাদেশের প্রধান্য : আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানবলী কার্যকর থাকবে।

১৩:০২। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ নীতিমালা

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অনুসরণীয় আচরণ নীতিমালা। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁদের কর্মীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতার চর্চা অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নির্বাচন কমিশন সকল প্রার্থী এবং তাঁহাদের কর্মী ও সমর্থকদের জন্য নিম্নরূপ একটি অনুসরণীয় আচরণ নীতিমালা প্রণয়ন

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১২

করছেন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করবার লক্ষ্যে এই নীতিমালা অনুসরণ করা অত্যাৱশ্যক।

১। সংজ্ঞা :-বিষয় ও প্রসঙ্গেও পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আচরণে নীতিমালা।

(ক) “নির্বাচনপূর্ব সময়” বলিতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে।

(খ) প্রার্থী” বলিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান বা মেম্বর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বুঝাইবে।

২। নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই মানিয়া চলিলে হবে।

৩। স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত কিন্তু কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং সকল প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এই ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৪। কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি সংক্রান্ত:-নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কিংবা তাঁর পক্ষ হতে কেহ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না।

৫। ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহার--কোনো প্রার্থী বা তার কোনো সমর্থক নির্বাচন পূর্ব সময়ে সরকারী, আধা-সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস এ অবস্থান করা হতে বিরত থাকবেন এবং এই জাতীয় ভবনে নির্বাচনী প্রচারণামূলক অথবা কোন কর্মী সভা অনুষ্ঠান করতে পারবেন না।

৬। নির্বাচনী প্রচারণা: (ক) প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। কোন প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারা-

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৩

ভয়ান পণ্ডু করা বা ওতে বাধা প্রদান করা যাবে না।

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে সাধারণভাবে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(গ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোন সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জনসভা করা যাবে না।

(ঘ) কোনো সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভা আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঙ) কোনো প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।

(চ) কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প অনাড়ম্বর হতে হবে। নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাবে না।

(ছ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোষ্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রং এর হতে হবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি এর অধিক হতে পারবে না। কাপড়ের ব্যানার ব্যবহার, তোরণ নির্মাণ বা অন্য কোন প্রকার জ্যাক-জমকপূর্ণ প্রচারণা হতে বিরত থাকতে হবে।

(জ) কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একটির বেশি মাইক ব্যবহার করবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২.৩০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

(ঝ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে সকল প্রকার দেওয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

(ঞ) কোনো প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস কিংবা অন্য কোন যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বের করা যাবে না।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

প্রায় সময় আমি চিহ্নিত হয়ে থাকতাম, এই বয়স হওয়া জীবনে এক পরিক্রমা হয়েছে। ভুল-শুদ্ধ দেখে অনুভব করার সুযোগ হয়েছে। তাই আমি দৃঢ়তার সাথে লিখলাম এই নীতিমালা। এক সময় এইসব লিখার পর ভাবলাম এই প্রকার কিছু আছে কি জানিতে গেলাম লাইব্রেরীতে, একটা বই আনলাম অনেক কিছুর মিল পেলাম এরপর আমি যত বই-পুস্তক ক্রয় করেছি সবকিছুতে আমার সাথে মিল আছে। তাই আমি কৃতজ্ঞ। তাই কথা আসে ইতিহাস না পড়ে জানা যায় না, কত প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা হতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হলো ১৫ ভাগের জন্য আর আমি লিখিলাম ১০০ ভাগের জন্য। এই ১০০ ভাগ নাগরিক সমান স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারবে এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আনতে পারলে। তবে এই বয়সে কাজ করে যেতে পারলে হয়তো অনেক ব্যাপার কাজে রূপ নিতে সহায়তা হতো। তাই এটা আমার একার কাজ নয়, দেশবাসীকে সমাজ ব্যবস্থা বুঝানো সহজ কথা নয়। বুঝানো একেবারেই সহজ হতো যদি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। আর যদি কৃপনতা করা হয় তাই নাগরিকগণ বুঝবে না। তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে কেন?



সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে মেয়র দেখতে চান ভোটাররা

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী অনেক টাকার মালিক হলে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন। কোটি কোটি টাকার খেলা তারপর সৎ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৫

না। তারপর ব্যবসা ছাড়া কোন হিসাব নেই। ব্যবসা মানে লাভ আর লাভ। সরকারী সনদ হলেই যেকোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ হয়। আর আমরা সারা জাতি বন্ধী হয়ে আছি ভয়ভীতির শাসনের মধ্যে। এর ভিতর থেকে বের হতে হবে; নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করে, একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে।

প্রত্যেক গ্রামে প্রাঞ্চায়েতের মাধ্যমে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা এবং ৪০টি গ্রামের ৪০ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের জন্য বসবেন (সাথে সরকারী কর্মকর্তারা তারা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন) এবং তারা একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। সকল নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদকাল হবে এক বৎসরের জন্য এবং সর্বোচ্চ তিন বার একই পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন। সকল নির্বাচিত প্রাঞ্চায়েত সদস্যগণ মিলে (যেমন:- আমার সংসদীয় আসনে ২৮টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। যদি একটি ইউনিয়নে ৪০ জন প্রাঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য থাকে তাহলে ২৮টি ইউনিয়নে প্রাঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা হয় ৪০ গুণ ২৮ = ১১২০ জন)। এই প্রতিনিধিগণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবেন। সকল দলের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতা প্রযোগিতার জন্য অংশগ্রহণ করবেন নির্ধারিত স্থানে। বিজয়ী প্রার্থীকে ৬০ ভাগ (শতকরা) ভোট পেতে হবে এবং নির্ধারিত নির্বাচনকালীন স্থানে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। উক্ত সংসদ সদস্যের মেয়াদকাল হবে ৩ বৎসরের জন্য এবং দুইবারের অধিক উক্ত পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।

সকল জনপ্রতিনিধিগণ মিলে জাতীয় মহাপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করবেন। প্রতিটি জেলা থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা হবে। বর্তমান ৬৪টি জেলা থেকে ২ জন করে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১২৮ জন তারাই নির্বাচিত করবেন জাতীয় মহাপরিষদের সদস্য এবং জাতীয় সংসদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। প্রেসিডেন্ট হবেন জাতীয় মহাপরিষদের প্রধান। যেসব যুক্তিতে আমি দুই কক্ষের কথা বলছি। আমি যে সকল বই পড়েছি এবং যেসব দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছি, সকল গণতান্ত্রিক দেশে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এবং জনগণের অংশগ্রহণে নির্ধারিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সকল ইউনিয়ন পরিষদের।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৬



বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জনগণের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

সত্যকে গোপন করে রেখে দিয়েছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যারা প্রশাসন পরিচালনা করছেন, যারা দেশের বড় বড় প্রথম শ্রেণির প্রশাসক তাদেরকে অনেক দূরদর্শী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশি বেশি করে লোভ লালসা দেখিয়ে রাজি হতে বাধ্য করা হয়। আর তাদেরকে দিয়েই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে, নেতাদের চাহিদা অনুযায়ী যেখানে সড়ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সেখানে সড়ক হয়েছে। যেখানে হাওর খাল-বিল রেখে আমাদের জীবন-জীবিকা করা হচ্ছিল, তা নষ্ট করে সেখানে বড় বড় সড়ক তৈরি করতে হয়েছে। সেইসব এলাকার লোকজন আমাদের দেশী ও গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে জীবন-যাপন করছিল; যেখানে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত হচ্ছিলাম, যেখানে নিজের কাজ নিজে করে, নিজের উৎপাদন দিয়ে জীবিকা করা যেতো। বিলাসিতা খুব বেশি ছিল না এবং আয়ও খুব বেশির প্রয়োজন হতো না। তারপরও মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতো। এই স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তারা হাওরের মধ্যে সড়ক তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ একবার একটি সড়ক তৈরি করতে পারলেই, তার সাথে বিভিন্ন সংযোগ সড়ক তৈরি করলে এই চিত্র পরিবর্তন হতে থাকবে, জলাবদ্ধতা তৈরি হতে থাকবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৭

এভাবে ছোট বড় অনেক সড়ক হবে। হাট-বাজার হবে; রিক্সা, টেম্পু ইত্যাদি যানবাহন চলবে।

স্বাধীন অর্থনীতি থাকা আর মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করা সহজ বিষয় নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে একের পর এক মুক্ত অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা আছে, সব কিছু বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের তা বুঝতে আরো শত বৎসর লাগবে বা হাজার বৎসরও লাগতে পারে। কারণ এইসব বুঝার জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, হবেও না। যদি মানুষ তাদের নিজের ইচ্ছায় না শিখে অথবা কোনো দেশপ্রেমী মানুষ না আসা পর্যন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা কেউ বুঝাতে আসবে না। আমাদের দেশে যে-সব উন্নয়ন হতে দেখা যাচ্ছে। তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই উন্নয়নে সাধারণ মানুষের শ্রম বিক্রয়ের উত্তম ব্যবস্থা হবে না। বড় বড় সড়ক দিয়ে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার পরিসর বাড়বে। যারা যানবাহন ব্যবসা করবে তারা লাভ হবে বেশি। আর যারা আমদানি করবে তারা লাভবান হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে যারা গৃহস্থ পরিবার, তাদের সমস্যা হবে এবং হতে থাকবে। যারা শ্রম বিক্রয় করবে, তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক ও নিরাপত্তা নেই এই উন্নয়নে। গৃহস্থ পরিবারের উৎপাদিত পণ্যের দাম পাওয়ার বা পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি নাই। তাই এই সবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন একটি সরকার এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা দরকার।

বর্তমান সরকারগুলো দেশ শাসন করে শুধুমাত্র কিছু মানুষকে সম্ভ্রষ্ট রাখার জন্য। এইজন্য দেশের আনাচে-কানাচে যেসব সড়ক হয়েছে, তার ব্যাপারে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। স্থানীয় জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিলে আমাদের জাতির জন্য এই সর্বনাশ হতো না। সেই ৩০ হতে ৫০ বৎসর আগ থেকে কত লেখকগণ লিখেছেন! সমস্যা তুলে ধরেছেন! তা আকাশে-বাতাশে এখনো হাহাকার করছে। কিন্তু কোনো কর্তৃপক্ষ আছে বলে মনে হয় না। এক লেখা পড়েছিলাম, আমাদের দেশ আজ সড়কের দেশ। দেশ আজ জলাবদ্ধতার দেশ। আজ যে লেখাটি পড়লাম তা ৩০ বৎসর ধরে হয়তো পড়তে থাকবো কোন প্রতিকার হবে না। চলনবিলের মূল পানির উৎস হলো আত্রাই ও বড়াল নদী। আজ চলনবিল তার গৌরব রক্ষা করিতে পারছে না। তার মধ্যে কত

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৮

রকমের পরিবর্তন এনে সড়কের পর সড়ক তৈরি করা হয়েছে। যদি আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সকল ক্ষমতা জনগণের কাছে বা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থাকতো, তাহলে তারা জনগণকে সাথে নিয়ে জীবন-যাপন সহজ করার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। তখন চলনবিলের মধ্যস্থলে সড়ক হতো না। চারপাশ দিয়ে সড়ক তৈরি হতে পারতো এবং পানি চলাচলের জন্য অনেক বড় বড় প্রস্থতা রেখে কাঠের ব্রীজ তৈরি করে রাখতে পারতাম, এতে আমাদের পরিবেশ রক্ষা পেতো। আজকের এই হাহাকারের মধ্যে পড়তো না।



যে-কোন উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণের পরামর্শ জরুরি। কর্তৃপক্ষ ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। তারা চায় প্রকৃতিকে নষ্ট করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা শুনে টাকা নিয়ে হাওর-বাওর, খাল-বিল, নদী-নালা ভরে ফেলি, আর দেশকে মরুভূমি বানিয়ে দিই। পরে শুধু মোটর গাড়ি চালাবো মরুভূমির মধ্যে। যেহেতু মুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্যে থাকতে হবে। এক ঘরে হয়ে থাকা যায় না, যাবেও না। তাই শুধু আমেরিকান অর্থবিজ্ঞান পড়ালে ভাল হবে না। আরও অন্যান্য দেশ জাতির কাছ থেকে জানতে হবে। তারপর আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিরাপদ রেখে আমরা প্রতিযোগিতা করবো শহরে-বন্দরে আমাদের গ্রাম-গঞ্জ, হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা সবগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে নিরাপত্তার জন্য উন্নয়নের ধারা থেকে বাহিরে রেখে। আর যেগুলো হবে, সেগুলো শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে হতে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০১৯

থাকবে। একেই বলে স্থানীয় সরকার। একেই বলে জনগণ দেশের মালিক। যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হবে। তখন শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ জনগণ দ্বারা স্থান নির্ধারণ করা হবে। কারণ ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি তাদেরকেই বহন করতে হবে। সরকার বহন করবে না। তাই শুধু পরিকল্পনার ভিত্তিস্তর স্থাপন করে ঠিকাদারদের কমিশন থেকে পাওয়া লাভগুলো বিদেশে নিয়ে যাবেন বা দেশের কোথাও অটালিকা বানিয়ে বসে থাকবেন, তা আর হবে না।

মানুষের দুঃখ দূরদশা লাগব করার মতো কাজ তারা করতে আসবেন না। পরিকল্পনা হতে হবে শত বৎসরের জন্য, শুধু আজকের জন্য কাজ করে লাভ নিয়ে গেলে দেশ ও মানুষের ক্ষতি আর ক্ষতি হতে থাকবে। আমরা আমাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিসর্জন দিয়ে পরাধীন হতে চাই না। সকল লেখার মধ্যেই ছিল অভিজ্ঞ মহলের ও অনেক লেখকের আহ্বান, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। গ্রাম-গঞ্জ এলাকার কৃষি জমি তার সাথে সকল প্রকার জলাশয় ডোবা, হাওর, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি যা আমরা তৈরি করি নাই। প্রাকৃতিক পরিবেশে উজান থেকে পানি এসে তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে আমরা উপকৃত হচ্ছিলাম। সড়ক তৈরির জন্য সকল সময় দেখা গেল হাওর বা জলাশয়, ডোবা ইত্যাদির মধ্যস্থল দিয়ে সড়ক তৈরি করে চলে গেল। আমরা জনসাধারণকে জিজ্ঞাসাও করলো না। আমাদের জমি আমাদের এলাকা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আমরা মুখ বুঝে সইতে থাকবো আর কতদিন।

আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হলে কার কাছে করবো। কে বাধা দিবে এই বেপরোয়া কাজ? আর বার বার প্রতিবাদ, বার বার যুদ্ধ করাটাও কি সহজ? কিন্তু এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র উপায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা। আর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা একমাত্র আমার পক্ষে সম্ভব। এইজন্য আমি একটি দল গঠনের জন্য সকল শ্রেণির মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এবং এককোটি কর্মী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই। রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে চাই আগামী দিনের জন্য। আমি যে প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চাচ্ছি, তা আমাদের জন্য নতুন বিষয়বস্তু। কিন্তু এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২০

মুক্তি এনে দিবে, এমনকি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিবে। আমাদের দ্বারপ্রান্তে আমাদের প্রশাসন থাকবে তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মহাপরিষদ। একবার তৈরি করতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত ধারায় সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনে আমাদের দলকে জয়ী হতে হবে। সমস্যা হলো বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করে আসন ক্রয় করতে হয় এবং এটাই হয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রথা।

যতদিন পর্যন্ত বাংলার বিশ কোটি মানুষ উপলব্ধি করতে না পারবে, এই সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের কোন কর্তৃক নেই। জনগণ শুধুমাত্র দেখার অধিকার রাখে মাত্র। এইজন্য প্রয়োজন হলো সারা বাংলার জনগণের কার্য পরিচালনা করার অধিকার আদায় করা। এর নামই হলো গণতন্ত্র। আজ আমাদের দেশে উন্নয়নের নামে যে ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তা হলো দেশের একটি বড় অঙ্কের অপচয় এবং দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হবে, তারজন্য শিক্ষিত শ্রেণিকে পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা এবং অনুভব করার প্রয়োজন বোধ করি। হরেক রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। সে সব থেকে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন, ধর্মান্ধতা থেকে বের হওয়া প্রয়োজন। কবির ভাষায় বলি- থাকবো না কো বন্ধ করে, দেখবো একবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্তরের ঘুল্লিপাকে। এইজন্য আমি আহ্বান করতেছি অর্থ ব্যয় না করে সকল শ্রেণির জনগণের স্বার্থে আমাদের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হবে এবং তা হবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আইনি ও বিচারিক নিরাপত্তা, সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবে ইউনিয়ন পরিষদ।

এইজন্য আমি আহ্বান করি, আমাদের দলে অনেক মানুষ যোগ করতে পারলেই তা সম্ভব। আমার উদ্দেশ্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করতে পারলে আমাদের যত অভাব অভিযোগ আছে তা সমাধান করার মত পরিস্থিতি আসবে। আর তা আসবে নাগরিকদের নিজ নিজ আন্তরিকতার মধ্য থেকে। আর সেই মহৎ পরিবেশ তৈরি করার জন্য, জনসেবা করা জন্য, রাজনৈতিক

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২১

দলের প্রয়োজন।

রাজনৈতিক দল না হলে দেশ ও সমাজের সুস্থিতিশীলতা আসে না। দেশ ও জাতিকে নিয়ে গৌরব করার সুযোগ থাকে না। এই জন্যই আমাদের সকলের রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা ভালভাবে নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। তা না করা হলে কোন দিনও আমরা সমাজে শান্তি পাবো না। এর জন্য অনেক বৎসর কাজ করতে হবে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে দিতে সহজ হয়ে আসবে। আমাদের মধ্যে সকল শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। গণজাগরণ তৈরি করে শৃঙ্খলা বদ্ধ হয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে; নিজের দেশের জন্য, নিজের এলাকার মানুষের জন্য। নিজের এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য।

মানুষের কত মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, অন্ধব্যক্তি শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন কিশোরদেরকে। আর এক ব্যক্তি গ্রামবাসীর জন্য লাইব্রেরী দিয়েছেন। আর এক ব্যক্তি লক্ষ মানুষকে জীবন যুদ্ধ করা শিখিয়েছে। আরও কতজন কত প্রকার মহৎ কাজ করে সমাজের সাহায্য করছেন। আর আমি চাই শিক্ষিত শ্রেণির মানুষদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে মহৎ কাজ করার জন্য। যে কাজ সকলের জন্য মঙ্গল হবে, তবে তা রাজনীতির মধ্যে দিয়েই করতে হবে। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে করলে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাজ হয় এবং চলতে থাকে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোন দল সংঘটিত হয় নাই, যেটি আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে।



আমার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা করবার জন্য এমন সব নেতা তৈরি করতে চাই, যারা অভাবগ্রস্ত নয়। যাদের চাহিদা খুব সীমিত এবং লোভ-লালসা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২২

থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। এইসব ব্যক্তি দ্বারা হতে পারে নেতৃত্বে। কারণ তাদের হাতে থাকবে জনগণের আমানত। এই আমানত জনগণের জন্য ব্যয় করতে হবে, নিজের জন্য নয়। আর এই কাজ হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। গ্রামবাংলার মানুষ নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিজমি ক্ষেত-খামার, হাওর-বিল, ডোবা, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে নিজেরা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্ষু বন্ধ করে দাঁড়াতে থাকবে যুগ যুগ ধরে। তা হতে দেওয়া যায় না, আমাদের জাগতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। ব্যক্তি প্রভাবকে বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

ব্যক্তি বিশেষের লোভ-লালসা, সামাজিক প্রভাবশালীতা, ব্যক্তি স্বার্থ। এই প্রকার অনেক অভ্যাস সমাজের অন্য অংশের মানুষকে অসুস্থ করে রাখে। দেশ ও সমাজের স্বার্থে তাদেরকে এই সব অভ্যাস বিসর্জন দিলে দেখবেন সমাজ কত সুন্দর, কত আনন্দময় মানব সমাজ। প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা এক আনন্দ। বার মাসের চিত্র মনে করে চিত্র অঙ্কন করে দেখেন, কত সুন্দর পৃথিবী। এই পৃথিবী থাকবে ব্যক্তি থাকবে না, ব্যক্তি বিশেষ থাকবে না। নিজের শক্তি নিজেকে ধরে রাখতে হবে অন্যকে ব্যথিত করা যায় না। অন্যকে আক্রান্ত করা যায় না। সমাজকে বাঁচাতে হবে, দেশও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং একত্রে শান্তিতে থাকতে হবে।

গত ৩০ বছর থেকেই কত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ লেখালেখি করেছেন সকল সময়ই একটি দুচিন্তায় থাকার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। আজও সেই দুচিন্তার কথাই পড়ছি। কোন সরকারই দেশও জাতিকে নিজের মত করে স্বাধীন হয়ে থাকতে দিবে না। এই জন্য কথায় আছে, বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে পরাবে। আসলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা পরানো যাবে। তারপূর্বে জনগণকে নিজেদের অধিকার ও করণীয় সম্বন্ধে জানতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে কাজে কর্মে অভ্যস্ত হতে পারলে, সকলের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কাজ সমাধান করা সম্ভব হবে। কুটনৈতিক ব্যাপার হবে আসল, আমরা নাগরিকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের রূপরেখা প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দিতে থাকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৩

ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে আমাদেরকে থাকতে হবে। এখন থেকে সকল উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে নেতৃবৃন্দকে। প্রতিটি গ্রাম থেকে নেতৃত্বের জন্য আসতে হবে। চক্ষু বন্ধ করে থাকলে সুদিন আসবে না। নিজেদের চেষ্টায় সুদিন আনতে হবে। সারা বাংলার সকল গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই আগামী যেকোন সময় যদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আসে, তা হলে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের জন্য সংগ্রামী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বে গড়ে তুলুন। এতে টাকা খরচ করার কিছু নাই। আর যদি হয় সকলের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে সদস্য ফি গ্রহণ করেন এবং একটি একাউন্টে জমা করুন। নিজের মধ্যে সমতা গড়ে তুলার মধ্যে সমাজে শক্তি বজায় থাকে। এই জন্য প্রয়োজনের বাহিরে টাকা ব্যয় না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজে যুক্তিযুক্ত তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ নিতে থাকুন এবং লক্ষ সামনে রাখুন গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করবেন। কি প্রকার নাগরিকদের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করবেন তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। তারপরও আমি আছি সারাক্ষণ আপনাদের পাশে। এইটা হবে বাংলার মানুষের জন্য স্বাধীনতার প্রথম প্রাপ্তি।

এখন থেকে সকল ক্ষমতা আদায় করার একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ হাত ছাড়া করবেন না। প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আছেন। যারা লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের তথা নিজের ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুন রূপে বাস্তবায়ন করবেন।

প্রথমে সবকিছু পাবেন না। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে পারবেন। ইউনিয়ন পরিষদকে জয় করতে পারলেই গ্রামবাংলার মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এবং অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক দল গঠনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই প্রকার সংগঠন আমাদের দেশে কোনদিন অতীতে হয় নাই। যা হয়েছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা হয়েছে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল | পৃষ্ঠা নং ০২৪

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে দেশের জনগণের উপর কত প্রকার কর আদায় করে হরিলুট করা হচ্ছে। তাই জনগণের অংশগ্রহণে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য থাকবে ইউনিয়ন পরিষদ। জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মহাপরিষদ। লাগাম টেনে ধরার একমাত্র প্রশাসনিক পন্থা ইউনিয়ন পরিষদ। এখানে আমার লিখিত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় টাকা দিয়ে ক্ষমতা ক্রয় করা হয়। আমি চাই মহৎ কাজ করার জন্য ক্রয়-বিক্রয় এবং বাহিরে থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মহৎ কাজ করা সম্ভব হবে না। এটা মাত্র ৫/৭ জনের স্বার্থ আদায়ের ব্যাপার। আমি চাইছি নিজের ও নিজের এলাকার মানুষের দূরদর্শীত্ব জীবন-যাপনকে উন্নয়নের আওতায় আনতে। আবাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক, বিচারিক, আইনি নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরিকল্পিত জনগণের অনুমতিক্রমে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধন করা ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জেগে উঠো বাংলার মানুষ।

আমি মনে করি আমাদের গ্রামীণ সমাজে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত নাগরিককে প্রশিক্ষণ ও ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে সৈনিকের মতো করে গড়ে তুলিতে পারলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম। সকল গ্রামে-গঞ্জে অনেক মহৎ কাজ করার লোক গড়ে উঠবে এমনই একটি প্রত্যাশা। শিক্ষিতদের মধ্যে গ্রামীণ সকল প্রকার অভ্যাস থাকাসহ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে মহৎ কাজ করা ভাল। এতে যেসব অভিজ্ঞতা থাকবে সেটা জীবন পরিপূর্ণ করে তুলবে। মানব-জীবন মানবদের সাহায্যের জন্য বাড়াইয়া দিলে অন্যরা যে সাবলম্বী হয়ে থাকবে, অন্যের উপর বোঝা হয়ে থাকবে না বা পরিবার কাহারও উপর নিরভরশীল হবে না। মানুষের অলসতা দূর করার জন্য সৈনিকদের মতো প্রতিদিন নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নাগরিকদের উচ্চ মনোমানসিকতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের কৃষি ভিত্তিক জীবন জীবিকা করতে না চাইলেও প্রাকৃতিক কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে দিতে পারেন না।

আমি চাই এই ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে জীবন-জীবিকা করি তাতে অসুবিধা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৫

আমরা বাহিরে বিক্রয় করব না, বিশেষ করে আমাদের দো-আঁশ মাটি। এইজন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন করি। আসুন আমার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করি।

আপনারা ভাবতে বসবেন এটা আবার কি? কত বড় বড় শক্তিশালী বিজ্ঞ রাজনীতিক থাকতে, আমি কেন নতুন করে দেশ ও সমাজকে নিয়ে ভাবছি। আমি সেই ছোট বেলা থেকেই ভাবতেছিলাম এবং গবেষণা করতেছিলাম। আমি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি নাই। আমি কাউকে অনুসরণ করতেও পারি নাই। তাই আমি আমার মত করে দেশ ও সমাজকে ভালবাসি। তা আমাকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে হচ্ছে। যদি আমার ভাবনাকে বুঝাবার চেষ্টাই না করলাম, তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে? আর যারা বলবে এখানে টাকার গন্ধ নেই। এখান থেকে কিছু পাওয়ারও নেই। তারা হয়তো কোনদিন বুঝার চেষ্টা করবে না। এটা আসলে অনেক অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। আর সমাজে যারা সত্যিকারের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চান তারাই এখানে এসে নতুন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইবেন। তাদেরকে নিয়ে আমি কাজ করব। বলবেন পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই, কেমন করে তা হতে পারে। হা... আমি ছোট ব্যবসা করি গত ৪০ বৎসর ধরে। আমার ছোট ব্যবসাকে বড় করি নাই। এইজন্য যে, আমার লেখাপড়া করার সময়টা কমে যাবে এবং অপ্রয়োজনে টাকার সংখ্যা বাড়াতে থাকবো। তা না করে আমি গবেষণায় মগ্ন থাকি। আজও সেইভাবে আছি। আমার রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকলেও দেশ ও সমাজে অনেক অনেক ব্যক্তি আছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সকলের অভিমত গ্রহণ এবং আলোচনা করে মত প্রকাশে দ্বিধা-ধন্দ্ব বের করতে হয়। সভা কক্ষে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাই গণতন্ত্র। মূল প্রশাসন থেকে বিদ্রোহমূলক ও প্রতি হিংসা মূলক অবস্থাকে সহনশীল অবস্থায় এনে বিচার প্রক্রিয়াকে সহজ করে আনা হবে আমার সরকারের প্রথম কাজ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার সকল প্রচেষ্টা। রাজনীতির খেলা আমি চাই না। প্রশাসনিক ভিত্তিস্থাপন করাটাই হবে প্রথম কাজ। সাথে সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সরকার থেকে ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া এবং তার যথাযথ সদ্ব্যবহার, জবাবদিহিতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা,

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৬

পৌর-করপৌরেশন তাদের দায়িত্বে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করা হবে। প্রশাসনের মধ্যে জনপ্রতিনিধি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতি হিংসা থেকে বের হতে হবে আমাদেরকে। ব্যক্তি স্বার্থ হয় নিজ পরিবারে চাহিদা পূরণ করা এবং নিরাপত্তা দেওয়া। নিজ পরিশ্রমে উপার্জন করে সংসার চালানো। আমার সরকার সকল মানুষকে উপার্জনের সুযোগ করে দেবে। কর্মসংস্থান গড়ে তুলবে। রাষ্ট্রের কাছে প্রচুর সম্পদ হলে তা জনগণকে তার স্বাদ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। একে বলা যাবে কল্যাণ রাষ্ট্র। কল্যাণ রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিহিংসা দূর করা যাবে এবং সার্বজনীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা হবে। তার জন্য এক কোটি শিক্ষিত নাগরিক প্রয়োজন। যারা প্রতিদিন সৈনিকের মতো ব্যায়াম শিক্ষা নিতে পারে নিজেকে সচেতন করে রাখতে পারে এবং শিক্ষা অর্জন করতে পারে। আমার লেখা থেকে কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে পরিচালনা করতে পারেন।



ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দায়িত্ব দিয়ে সকল স্তরের নাগরিদের আর্থিক সাহায্য বা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করার ব্যবস্থা নেবে এবং ধীরে ধীরে ভিক্ষাবৃত্তি কমে আসবে। এতে সকল নাগরিদের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন। আমরা সকলে গঠন মূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একটি সঠিক পথ নিদর্শন গ্রহণ করা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৭

সম্ভব হবে। সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য অনেক মানুষের প্রয়োজন এবং অধিকতর মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ ও জাতিকে ভালবাসার সাথে একটি শক্তিশালী মনোভাব তৈরি করতে পারলেই আমরা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো। আর আমি এই কল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের মত করে গঠন করার জন্য বিগত ৫০ (পঞ্চাশ) বছর ধরে গবেষণা করে আসছি। যদি দেশের সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজ করে একটি সমাজ ও দেশ গড়ে তোলার কাজ করতে পারতাম। সবকিছুর মূলে লোভ সংবরণ করে প্রশাসনিক কাজ সকল স্তরে চালাতে পারলে সকল শ্রেণির নাগরিকদের জন্য সহণশীল একটি সমাজে পরিণত করিতে পারবো।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় করা হচ্ছে। এইসকল সম্পদ জনগণের বলে জনগণ মেনে নিতে পারে না। কারণ জনগণ সরকারী সম্পদ থেকে কোন প্রকার আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। কাজেই এই সরকারী সম্পদের প্রতি মানুষের কোন ভালবাসা তৈরি হয় না। আমি চাই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পূর্ণগঠন করে ক্ষমতার বিক্রেতাকরণ করে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর করপোরেশনকে সকল সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। এতে করে জনগণের অংশগ্রহণে তাদের আদায় করা অর্থগুলো কিভাবে ব্যয় করা হবে তারা সকলেই মিলে সিদ্ধান্ত নিবেন। এইটা তাদেরই অর্থ এবং পরিষদগুলো তাদেরই। তারাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করবে। এইজন্য আমাদেরকে বিশাল আকারে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত মানের করে তুলতে হবে। যাতে করে শিক্ষার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে সম্ভব হবে।

এইজন্য আমি ৪ (চার) স্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার আহ্বান জানাইতেছি। আমার ৪ (চার) স্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ :

ইউনিয়ন পরিষদ : প্রত্যেক গ্রাম থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ইউনিয়নের একটি সদস্য সভা বসে এক বছরের জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার পর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এতে করে সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ করার সুযোগ

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৮

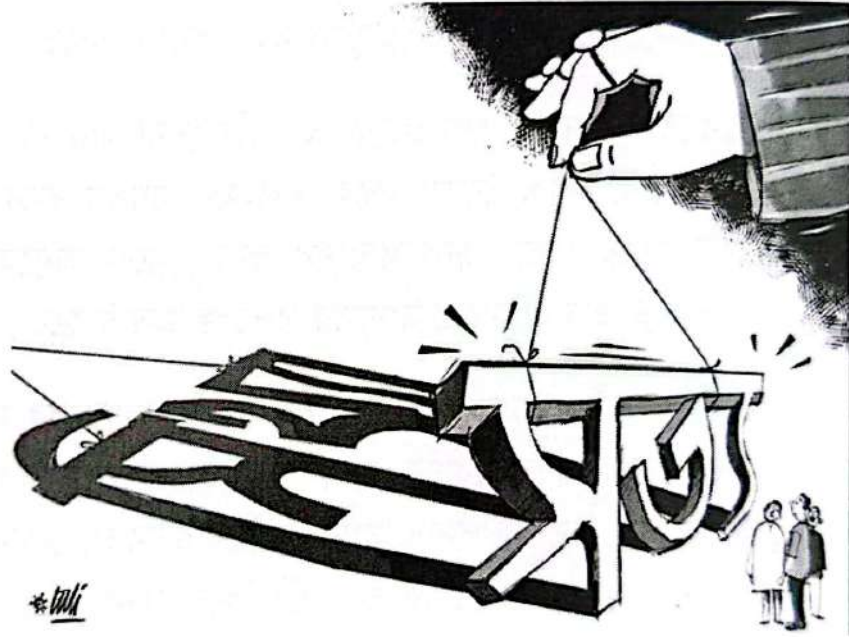
তৈরি করা হবে। তারপর সকল কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়ার এবং দেয়ার অধিকার তৈরি হবে। (Planning Permission for all kind of Development) লিং রোড় তৈরির জন্য গাছ কাঁটা নিরাপদ হবে না। গাছ কাঁটার পর সড়ক হলে, পরে গাছ লাগালেও পানির জোরে সড়ক ভেঙ্গে যাবে। গাছ বড় হতে ৫ (পাঁচ) থেকে ৭ (সাত) বৎসর লাগবে। এই সময়গুলোর মধ্যে সরকারী অর্থ অপচয় হবে বিরাট আকারে। জনগণের দূরভোগ হবে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তারপর সমস্যা সমাধানের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা কর্তৃ করে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হবে। এই ফাঁদে উক্ত প্রকল্পকে ডুবিয়ে দেয়া যায় না। এই গাছের সারিগুলোর ভিতরে ৩০০ (তিনশত) গজ দূরত্ব রেখে সড়ক তৈরি করা হলে লিং রোড় স্থায়ী হয়ে থাকবে। এতে করে গাছ গুলো প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে লিং রোড়কে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

মাইকিং করে জনগণের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া যায় না। অনুমতির জন্য জনসাধারণের সাথে বৈঠক করে ভাল-মদ ব্যাখ্যা করে ১ (এক) বৎসরের মত সময় নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন। যেহেতু এটি এলাকার মানুষের মঙ্গলের জন্যই হবে।

প্রিয় ইউনিয়নবাসী আমাদের দেশে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত না নিয়ে যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়, তাতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা হয়, উক্ত সম্পদ আমাদের জীবন জীবিকা, যেমন নদী নালা হাওর বিল-এর মধ্যস্থান দিয়ে সড়ক তৈরি করে ফেলা হয়, এতে পানি চলাচল-এর পথ বন্ধ হয়ে পড়ে কিছু দিনের মধ্যে। এতে আমাদের কৃষি কাজ, মাছ, উৎপাদন, গরু-মহিষ রক্ষণা-বেক্ষণ ঘাস উৎপাদন ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলে, বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিল্প-কলকারখানায় কাজ খুঁজতে হবে এবং অনেক দূরে গিয়ে কাজ করতে হবে। এত কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা যদি কেউ করতে না পারে, তবে স্বাধীনভাবে যে কাজগুলো করে জীবন-জীবিকা করা হয়েছে, তা আমরা ধংস করতে চাই না। আমাদেরকে এইসব সম্পদ রক্ষা করে রাখতে হবে। আজকের জন্য নয় আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য রাখতে হবে। আর তা একমাত্র উপায় হল ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে তাদের নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুমোদন নেওয়ার আইন করে চলতে হবে। সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান তৈরির পূর্বে অনুমোদন

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০২৯

নিতে হবে, রাস্তা তৈরির পূর্বে পরিকল্পনার চিত্র অঙ্কন করে দেখতে হবে, এবং জনসম্মুখে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আজ-কাল যতগুলো পুল তৈরি হচ্ছে তার নীচ দিয়ে আর কোন দিন নৌকা চলাচল করতে পারবে না। অথবা যদি অতিরিক্ত পানি নদীতে হয়ে যায় তখন নৌকা আটকে পড়বে। আবার এমন অনেক পোল তৈরি হয়েছে যেখানে কোন রাস্তাই নাই। আমাদেরকে এইসব বিবেচনায় নিয়ে নৌকা চলাচল-এর পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। সড়ক হলেও নৌপথ খোলা রাখা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, চিন্তা শক্তি অর্জন করে, আলাপ কর, আলোচনা কর এটাই সকলের জন্য মঙ্গল হবে। সকল এলাকার জন্য পরিকল্পনার প্রস্তাব অনুমোদন নিতে হবে।



ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেখানে বড় কোন সড়ক হবে তা চিত্র অঙ্কন করে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ অথবা জেলা পরিষদকে বিল বোর্ড আকারে নোটিশ দিয়ে জনগণের অবগতির জন্য রাখতে হবে। জনগণের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কোন আপত্তি থাকল তা লিখিতভাবে রাখতে হবে। এই তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। এই প্রস্তাব জেলা পরিষদে দিতে হবে। জেলা পরিষদকে দেখতে হবে উক্ত সড়ক হলে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা। বাধার সম্মুখীন হবে কিনা, তা হল নদ-নদী হাওর ইত্যাদি, হাওরে মধ্য দিয়ে কোন সড়ক হলে তা মানায় না, এ জন্য হাওরের এক পাশ দিয়ে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩০

সড়ক নিতে হবে, হাওরকে রক্ষা করা আমাদের প্রয়োজন, সড়কে আমরা পরিবর্তন করে নিতে পারবো।

নদীকে রক্ষা করার জন্য নদীর পানি চলাচলের জন্য পুলগুলো প্রশস্ততা দিয়ে তৈরি করতে হবে এবং নৌকা চলাচলের জন্য উচ্চতা রাখতে হবে। আজ যদিও নৌকার প্রয়োজনীয়তা মনে করা হচ্ছে না। তবুও রাখতে হবে ভবিষ্যতের আগামী প্রজন্মের জন্য। বালিতে নদী ভরাট হয়ে গেছে তা তুলতে গেলে ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ে বা পার ভেঙ্গে পড়ে ইত্যাদি খবর পড়লে পাই। আমি ঐসব অজুহাত গ্রহণ করতে কোন যুক্তি পাই না। আমাদের প্রয়োজন নদীর বালি উঠানো এবং তা পরিকল্পনার আওতায় এনে তা করতে হবে কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হবে আমাদেরকে। আর ভালবাসতে হবে আমাদের দেশের প্রকৃতি ও নাগরিকদের এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর পর নিজের অর্জিত সম্পদ রক্ষা করে রাখার পর, বাকী রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে নিতে শিখতে চেষ্টা করতে পারি। সকল স্তরের আদায়কৃত কর বা রাজস্ব সব জনগণের আমানত জমা রাখা হয়েছে জনগণের জন্য। এই অর্থ থেকে কোন প্রকারে বা যে কোন অজুহাত তৈরি করে নিয়ে গেলে জনগণ তা ফেরত চাইতে পারে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাপ্তি আনতে পারে এবং আমরা যখন আর আমাদের আমানত অপচয় করা বন্ধ করব এবং জনগণের জন্য ব্যয় করব, তখনই সকল শ্রেণির নাগরিকগণ সরকারী সেবামূলক সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যতটুকু পাওয়ার কথা, আমি আমার পরিকল্পনায় সাজাইছি এবং দেখতে পাই, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক পরিবর্তন এনে ধীরে ধীরে কাজ করা সম্ভব।

বিশ বছর চেষ্টা করে একটি প্রজন্মকে তৈরি করতে পারলে আমরা একটি আলোকিত সমাজ দেখতে পাওয়ার আশা করতে পারি। এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় হয়, কারণ জনগণ তার প্রাপ্য অংশ পায় না এ জন্য। এই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে। আর এই কাজ বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকগণ করতে পারবেন না। তাদের অনেক দুর্বলতা আছে তাই। এজন্য জনগণকে আবার জাগতে হবে এবং এর সঠিক দাবী আদায় করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় রূপান্তরিত করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই পরিষদকে জনগণের অংশগ্রহণে একটি

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩১

সংসদের ভূমিকায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারলে আমরা সকলে উপকৃত হবো।

অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের জীবন জীবিকা যোগ করতে হবে, তাদের সাথে একমাত্র জ্ঞান দিয়ে কূটনৈতিক শক্তি অর্জনে সার্থক রক্ষা করা সম্ভব করতে হবে। ছাত্র সমাজ যদি প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে ব্যায়াম চর্চা করিতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন, তখনই নিজের জ্ঞান অর্জনে সাফল্য দেখতে পাবেন, সেনাদের মত করে নিজেদের গড়ে তোলার একমাত্র মাধ্যম হল সকল প্রকার ব্যায়াম, দৌড় দেয়া, সারা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে পরিচর্যায় আনা, হাটা ইত্যাদি করে দেখবেন, জ্ঞান অর্জনে কত সহজ হয়ে যায়। যখন ব্যায়াম করে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তখন দাঁড়িয়ে অনেক শ্বাস প্রশ্বাস নিলে সকল স্থানে বায়ু গিয়ে সচেতন করবে। জ্ঞানকোষকেও সচল করে তুলবে, নতুন করে চিন্তা করতে পারবে। আর নতুন আবিষ্কার করতে পারবে, নিজে সুস্থ থাকবে।

আমি চাই আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থাটির জন্য ৭০০ (সাতশত) হাজার অভিজ্ঞতা অর্জনকারী লোকবল হবে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ গুলোর পরিচালনার জন্য। আমি চাই দেশের সকল প্রান্তে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় বস্তুগুলো অধ্যয়ন করে মানুষকে বুঝাতে পারবে, অর্থনৈতিক রাষ্ট্র পরিচালনা ইতিহাস, নিজেরদের এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। কোন উন্নয়নমূলক কাজ করার পূর্বে দেখতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন ক্ষতিকর দিক আছে কিনা। ছাত্র সমাজকে আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের অর্থনৈতিক বিষয় জানতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের কূটনৈতিক বিষয়গুলো কি প্রকারে করতে হয় জানতে হবে।

অন্যরা যে যে বিষয় নিয়ে পড়ে তাতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সার্বিক পরিস্থিতিকে শান্ত করতে না পারলে জাতি উন্নত হতে পারবে না, তার জন্য লোভ-লালসা বিসর্জন দিয়ে সমাজকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আস। অর্থ-সম্পদের কোন অভাব হবে না। সকল প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতিকে শান্তি আনলে অধ্যয়ন করতে আনন্দ উপভোগ সকলে করতে পারবে। সেটাই হবে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩২

সকলের। সম্পদ অর্থ অর্জন করতে কেউই মানা করে না। কিন্তু অপচয় করলে সকলকে কষ্ট করতে হয় অনেক অনেক দিন। কারন এই অপচয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে হবে জাতিকে। ভয় ভীতি সংকোচ সবকিছু থেকে বের করে দিতে হবে, তাদের স্বাধীন মন-মানসিকতা বিকাশে সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে।



গরিবের ভিটায় অট্টালিকা

জাতীয় সম্পদ বিমান সংস্থা। বিমানের আয় থেকে কর দেওয়া হলে সরকারের রাজস্ব থেকে ব্যয় আরো বাড়ানো হতো, বিমান শুধু লোকসান করে, প্রতি বৎসর এটাই গুনতে পাওয়া যায় এবং তার কার্যকলাপে দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও। তা এমন হওয়ায় অন্য কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকি। এই অবস্থায় উক্ত প্রস্তাবে সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ বাহিরের প্রতিপক্ষের কাছে চলে যাবে। সরকার পাবে না কোন রাজস্ব। গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে পারলে উন্নতমানের পরিচালনা করে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজস্ব আদায় করার উপযুক্ত করতে পারলেই তখনই সমর্থন করা যাবে।

সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীজীবীদের বেতন কত হলে সন্তুষ্টি হবেন? সকল শিক্ষা বিভাগকে নতুন করে সাজানো হবে। সকল সরকারী চাকুরী জীবিকে উচ্চমানের বেতন দেওয়া হবে এবং সকল প্রকার ভাতা প্রত্যাহার করা হবে। এখন কথা আসবে কত বেতন হলে সরকারী চাকুরীজীবীগণ খুশি

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৩

মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া খুশি হবেন এবং সেই অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আমরা জানি, আমরা সকল শ্রেণির নাগরিকগণ যে-কোন কাজ করতে আমাদের বাড়তি খরচ করতে হয়, যা আমাদের হিসাবের বাইরে থাকে এবং এই খরচ মিটাতে গিয়ে নির্ধারিত বেতনের নাগরিকগণকে হিমশিম খেতে হয় এবং তা জোগাড় করার জন্য তাদেরকে নিয়ম বহির্ভূত চিন্তা করতে হয়, যা তাদেরও কাম্য নয়। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারলে আমাদের সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং এই নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা হল: বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরীজীবীগণ হয়তো এর চেয়েও উন্নতমানের বেতন পাবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক উন্নতমানের হয়ে থাকে এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণির জন্য এই সমাজ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকারের চিন্তা-ভাবনা হলো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে ৬০০ শিক্ষার্থী নিয়ে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। তার জন্য যে কয়জন শিক্ষক-কর্মচারীর প্রয়োজন তা মিটানো হবে। গ্রাম-গঞ্জের কোন স্থানের দূরত্ব কিংবা যাতায়াতের অসুবিধার কারণ হলে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে আসার সুযোগ করে দেওয়া হবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে।

উচ্চমানের বাৎসরিক বেতন দিলে ভাতা সংক্রান্ত জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পারবো এবং সময়ের অপচয় থেকে আমরা সকলে মুক্তি পাবো। উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা করবে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের সম্মুখে। প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা-দিক্ষায় কম হলেও তাদের জীবন-জীবিকার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং বিশেষ করে আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা প্রাকৃতিক সম্পদের মর্মকথা ভালোভাবে জানেন। কেমন করে ফসলি জমিতে ফসল ফলাতে হয় তা ভাল করে জানেন। পশু পালন ও নদী-নালা, হাওর-বিলের গুরুত্ব কতখানি তা শুধুমাত্র তারাই জানেন। মাছ চাষ করা হল পুঁজিবাদী চিন্তাধারা। আমাদের দেশে যতদিন নদী-নালা, হাওর-বিল থাকবে ততদিন প্রাকৃতিক নিয়মে মাছ উৎপাদন হতে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৪

থাকবে। আমরা এই সম্পদকে সরকারী মন্ত্রণালয় থেকে এসে কোন ধরনের কোন প্রতিকল্পনা বাস্তবায়নের সমর্থন করতে পারি না। আমরা অনেক প্রকার ক্ষতি করে ফেলেছেন, তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই।

সকল প্রকল্প প্রয়োজনে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবেন এবং বিনা টেন্ডারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। আমাদের দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদে থাকবে। জনগণের অংশগ্রহণ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। সেনাবাহিনীরা যেভাবে দেশের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে থাকেন, সেইভাবে সকল সরকারী চাকুরীজীবীদেরকেও সে মনমানকিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ তারাও দেশের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা উন্নতমানের করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করতে পারে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল।

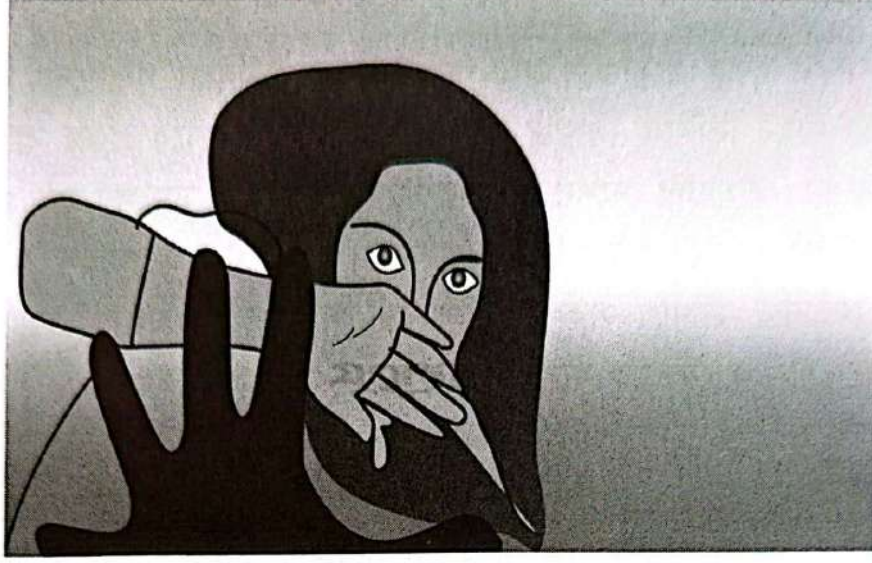
কিছু সংখ্যক মানুষ অনেক সময় লোভ-লালসা দেখিয়ে তাদের কর্মক্ষমতাকে অপপ্রয়োগে বাধ্য করে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে কল্যাণ রাষ্ট্র মূলক ব্যবস্থা তাদেরকে অপপ্রয়োগে বাধ্য করা থেকে বিরত রাখতে পারবে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর মত আমাদের জাতিকে গড়ে তুলতে পারবো বলে আমি মনে করি। সকল শ্রেণির নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে ভাল সেবা আশা করে। কল্যাণ রাষ্ট্রের সূচনা হলে এই সেবা প্রদান করতে দৃঢ় মনোবল হবে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলে গর্ববোধ করতে পারবেন।

মাত্র ২০ গজের জন্য দুর্ভোগে ২৫ গ্রামের মানুষ

দেখা যাচ্ছে একটি খালের উপর স্থায়ীভাবে কোন পুল দেওয়া হয় নাই, তাই মানুষের পারাপারে কষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে মাটি ভরাট করে ছোট করা হয়েছে দুই পাশ থেকে এবং পানিতে কালভাট করার জন্য কিছু কাজ করা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৫

হয়েছে। আমি দেখতে পাই বিপদ কাছে, এ জন্য যে এই কালভাট হলে পানি নিষ্কাশন দূর হবে না। পানি চলাচলে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে, স্রোত কমে যাবে, পরে খরা খালে পরিণত হবে।



সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে মুক্তি

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে নির্বাচন নিয়ে যে আন্দোলন চলছে এই আন্দোলনের শেষ নাই এবং এই থেকে ১৬ কোটি মানুষের দূর্ভোগ লাঘব হবে না। কারণ নির্বাচনী প্রচারণায় যত সব কথা বলা হচ্ছে সবকিছুর সুবিধা পাবে মাত্র এক কোটি মানুষ। দুই দলই এক কোটি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে দেশ পরিচালনা করেন। কাজেই বাকী জনগোষ্ঠীর জন্য দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কথা বা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে অতীতে ও বর্তমানে বলা হচ্ছে, যাতে কোনো কিছুতেই মানব সমাজের উন্নতি সাধিত হয় নাই। টাকা হয়েছে মানুষের কাছে, হাটে বাজারে অনেক অটালিকা হয়েছে আরও কত হাজার হাজার অটালিকা হয়েছে শহরে বন্দরে। কিন্তু তাতে কি মানুষের জীবন যাপনের স্বস্থি এসেছে?

তাতে কি মানব সমাজের মন-মানসিকার উন্নতি হয়েছে? যদি হতো তাহলে তাদের বিবেক বিবেচনার প্রকাশ পাইত। তাদের কাজে কর্মে তাদের আচার-আচরণে মানুষের উন্নতিকে উপলব্ধি করতে পারত। মানুষকে শান্তি দেবার জন্য মেরে ফেলা খুবই সহজ হয়। তাতে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো তাহলে বাংলাদেশে চোর-ডাকাত থাকত না। পৃথিবীর রাজনীতির

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৬

মধ্যে সকল বিজ্ঞানেরা অনেক আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেক বড় বড় যুদ্ধকে রক্তপাতহীনভাবে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছেন। তারাও মনে করতেন না যে, সব সময় রক্তের বন্যা বইতে হবে। আমাদের দেশে গত ২২ বছর যাবৎ যে গণতন্ত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেই গণতন্ত্র থেকে জাতি কোন সুফল ভোগ করতে পারে নাই। কারণ দুই দলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই সব সময় কাজ করা হয়ে থাকে। তারপর সেই ইসলামিক সাম্যরাজ্যবাদের আমল থেকে যেভাবে তারা দেশ জয় করে তাদের বংশধরদেরকে শাসন করার জন্য ভাগ করে দিতেন অটোম্যান এম্পায়ার-এর সময় পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করে এভাবে দেশ জয় করে মুসলিম সাম্যরাজ্যবাদের আওতায় এনেছিলেন বিশ্বের অনেক দেশকে শাসন করার জন্য। কে শিক্ষিত ছিলেন, কে বুদ্ধিজীবী ছিলেন সেটা বিবেচনায় রাখা হতো না।

সেই অবস্থা আমাদের দেশে আজও হচ্ছে। সেই দুই হাজার বছর পরেও বংশানুক্রমে নেতাদেরকে সাজিয়ে রাখা হয়। এই চক্র থেকে আমাদের যদি বের হতে হয় তাহলে বাংলার মানুষের বাঙ্গালীয়ানার মধ্যে থেকে চিন্তা করতে পারলে ভাল হতো। বাংলাদেশের প্রাকৃতির মধ্যে থেকে চিন্তা করতে হবে। এই সবার মধ্যে থেকে আমাদের বাঁচার চিন্তা করতে হবে। বংশানুক্রমে পরিবারের শাসন থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। সর্বশেষ মুঘল এম্পায়ারকে যদি শেষ করা না হতো, তাহলে আজ অবদি পর্যন্ত আমরা সেই পরিবারের দাসত্ব করতাম। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মহাদেশে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে কিন্তু আমরা তার দ্বারপ্রান্তে যেতে পারি নাই।

গণতন্ত্রের নামে আমরা যে শাসন ব্যবস্থায় আছি এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমরা শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। সেগুলো থেকে আমরা বের হতে পারতেছি না। ৫৫ হাজার বর্গমাইলের দেশটি, সেই দেশে ১৬ কোটি মানুষ হোক বা ২০ কোটি মানুষ হোক সকল নাগরিকদেরকে নির্ভয়ে জীবন-জীবিকা করার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রাখার অর্থই হলো স্বাধীন দেশের মানুষ। কিন্তু আমরা ১৬ কোটি মানুষ সেই মুক্তভাবে চলাফেরা করার, উপার্জন করার, নিজের প্রতিভা বিকাশ করার গ্যারান্টি প্রতিটি মানুষের জন্য এই সুযোগটাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় নাই। আমরা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৭

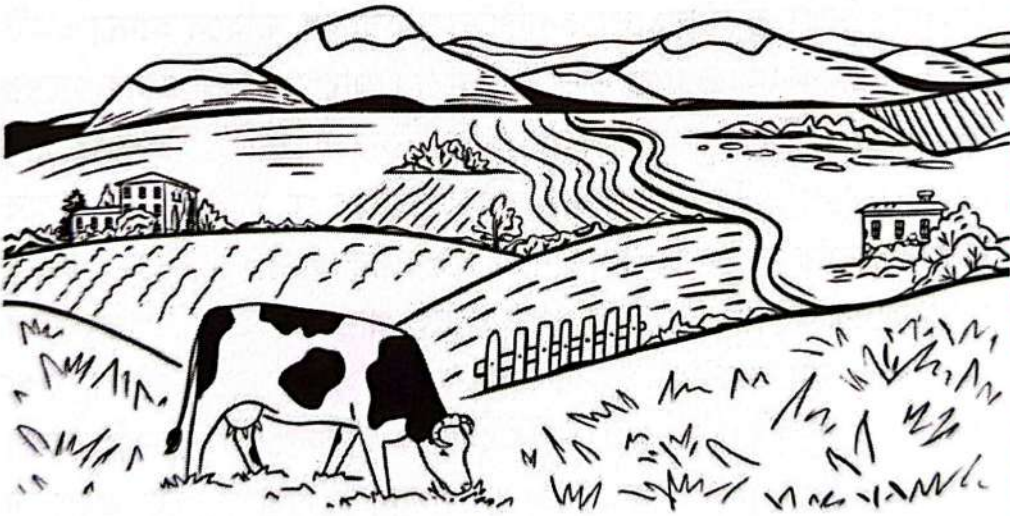
এখনও সেই দুই হাজার বছর আগের মতো সেই বাদশাহী আমলে রয়ে গেছি। আমি ৬৬ হাজার ইউনিয়নবাসীকে আবেদন জানাই। চিন্তা করে দেখ এই ৬৬ হাজার গ্রাম হলো বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের সব স্বাধীনতা রক্ষা করার প্রাণকেন্দ্র। সকল ইউনিয়নবাসী যখন এই স্তম্ভগুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরু করবে, তখন ধীরে ধীরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি আশার আলো দেখতে পাবে। এই আশার আলোকে নিয়ে আলোচনায় বসে থাকলে আমাদের সমাজে শান্তি আসবে না। রাতারাতি ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে একে অপরকে তার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। সে দুশমন হলেও তার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখান। গণতন্ত্র আমাদেরকে সকল মানুষের জন্য একত্রে বসবাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সুযোগ এবং অধিকার আমাদের সকলকে নিজ নিজ উৎসাহে বঝতে হবে।

গণতন্ত্রের প্রতি আমরা যদি চর্চা করতে থাকি। আমরা বিশদভাবে বুঝার চেষ্টা করি, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তখনই আমরা বহির্বিষয়ের আত্মসন থেকে রক্ষা পেতে পারি। আমাদের বাংলাদেশে কোন প্রশাসনিক পন্থা ব্যবহার করবো সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এই পন্থাগুলো নির্ধারণ করতে হবে ১৬ কোটি মানুষের মতামতের ভিত্তিতে। শুধু উপরের দিকে থেকে বলে দিলে আমরা মেনে নিতে পারি না। এই নির্দেশনা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। এই পদ্ধতিতে আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে।

এই জন্য আমি প্রস্তাব করি এই সময়ে একটি জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। বলে আমি মনে করি এই জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করার জন্য ৬৪ টি জেলা থেকে ২ (দুই) জন করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিয়ে নির্দলীয় জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা সম্ভব হবে। এই মহাপরিষদকে আমার সরকারের সকল প্রস্তাবনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হবে নীতি নির্ধারণে। জনগণের জন্য কতটুকু ভাল এবং প্রশাসনের জন্য কতটুকু ভাল, বর্তমান সময়ে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারে সরকারের পক্ষে থাকে। জনগণের পক্ষে এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য দাবী করার কেউ নেই। সংসদ ও সরকার একই কাজ করে থাকেন। এই

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৮

পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। আমি দেখছি এবং পৃথিবীর অনেক দেশে এই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীন করে দেয়া হবে। রাজধানীর সচিবালয় থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। সংবিধানকে নতুন করে লিখার প্রস্তাব আনা হবে। আমি প্রস্তাব করব যাতে অলিখিত একটি সংবিধান তৈরি করা হয়। মানুষের বেটোঁ থাকার প্রয়োজনে, অধিকার রক্ষা করার প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করবে। এই আইন প্রণয়নে যাতে সংবিধানে প্রতিবন্ধকতা না থাকে এবং কোন দলের সুবিধার্থে কোনো নেতার ইচ্ছার প্রতিপলন ঘটতে দেয়া না হয়। জাতীয় মহাপরিষদ সেই বিষয়ে তদারকী করবেন। এই জাতীয় মহাপরিষদ জাতির অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব হবে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের। ইউনিয়ন পরিষদকে নির্ভয়ে আইন প্রণয়তা প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য বাছাই প্রক্রিয়া ইউনিয়ন বাসীদের উপর ছেড়ে দিলে প্রক্রিয়াটি সহজ হবে।



গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

গ্রাম-গঞ্জে স্বল্প জমির মালিক এবং বৃহৎ জমির মালিক যাদের কৃষিকার্য পরিচালনা করার জন্য অনেক জমি ব্যবহার হয়ে থাকে বাড়ির ভিতর। যেমন: পুকুরের প্রয়োজন হয়, ঘোয়ালাঘর প্রয়োজন, কৃষি কাজের জন্য আরও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। আবার যাদের কোন

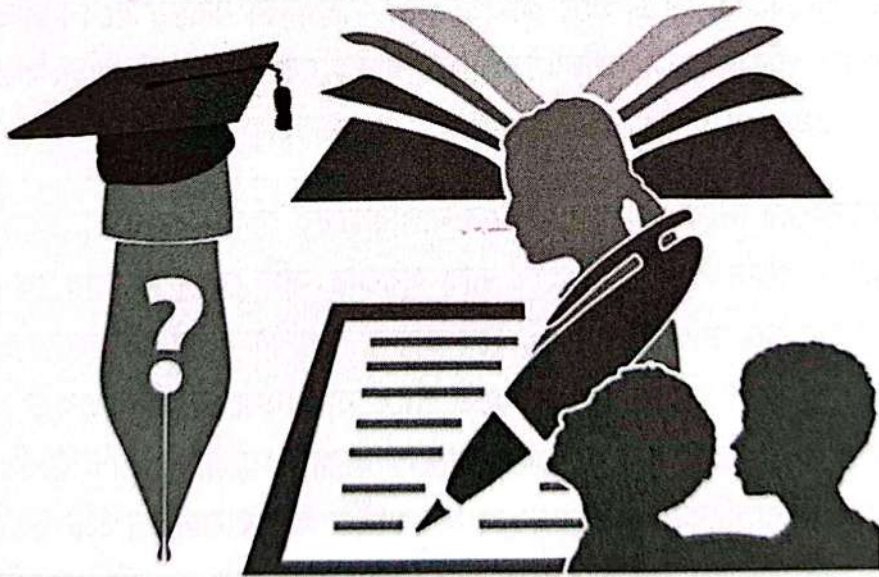
গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৩৯

জমি নেই, হয়ত বসত বাড়ি আছে তার মধ্যেও অনেক জমিজমা ব্যবহার হয় অপরিকল্পিতভাবে অথবা অনাবাদী থেকে যায়। আমরা যদি গ্রামের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের জন্য, যাদের নিজস্ব কোনো ক্ষেত-খামার নেই, যারা শ্রম বিক্রি করে জীবন-জীবিকা করেন অথবা অন্য প্রকারের শ্রম দিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষদের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরি করে দেয়া সম্ভব। হয়ত কিনুক বা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারে। তবে পরিকল্পনাটি ব্যক্তি মালিকানায় না হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানায় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। গ্রামের মধ্যে সকলের আবাসনের সুযোগ করে দেয়া সম্ভব হবে এবং কৃষিকাজের জন্য জমিগুলোকে আরও উন্নত মানের করা সম্ভব হবে এবং কি জীবন-জীবিকা আরও সহজ হবে। তখনই মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের ভিতর যুব সমাজের জন্য ক্যাডেট কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই যুব সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপনের আলোকিত পথ দেখানো হবে।

ক্যাডেট কলেজ যেভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে, সেইভাবে যদি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করা হয়, তাহলে আমরা একটি সঠিক নাগরিক সমাজ গড়ে তুলতে পারবো। আর সেটা আমাদের দেশের জন্য অসম্ভব কিছু নয়। পরিকল্পিতভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম গুলোকে উন্নতমানের করার জন্য আমার সরকার যে বাজেট তৈরি করবে সেই বাজেটের সমুদয় টাকা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে দেয়া হবে। তারাই নাগরিকদের অংশগ্রহণে উন্নতি সাধন করতে পারবেন। প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য এতে করে নাগরিক জীবনের উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি বাড়ির জন্য আলাদা আলাদা পুকুরের প্রয়োজন হবে না।

পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা বর্তমান আধুনিক যুগে কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং পরিকল্পিতভাবে রাস্তা-ঘাট তৈরি হলে মানুষের চিন্তা-চতনাকে উন্নত করার জন্য সহায়ক হবে। একেকটি গ্রামের সকল জমি যখন ব্যবহার করা হবে। অবশ্যই সকলের সম্মতিক্রমে তখনই গ্রামের বাড়ি

গুলোর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রামে গ্রামে স্থল তৈরি করার যে প্রবণতা তা থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে। তার জন্য আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে আমাদের কাজ করতে হবে। যদি পরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠে, তাহলে হাজার পাঁচশত পরিবারের বাসস্থানের জন্য বর্তমান গ্রামের জনগণের অনুমতি নিতে হবে, তখনই খাস জমি হোক আর ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক সকল জমির হিসাব ইউনিয়ন পরিষদ তার দেখাশুনা করার দায়িত্ব পাবে। এই কাজ গুলো করা সম্ভব হবে যদি বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নবাসী স্বপ্ন দেখা শুরু করে এবং আলোচনায় বসে। এই আলোচনার বসার অর্থ হলো আমাদের জীবন-জীবিকা কিভাবে উন্নত করা সম্ভব হবে সেটাই হবে আলোচনার মাধ্যমে সহজ হবে। আলোচনা করিলে আমাদের বোধগম্য হবে, বোধগম্য হওয়ার জন্য এই আলোচনা। এই আলোচনার মাধ্যমে কেহ কাউকে বল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সহজ ভাবে আলোচনাটি করতে হবে। এখানে কেহ কাউকে দোষারোপ করার কোন কিছু থাকবে না। আশাকরি পাঠকগণ ধীরে ধীরে উপকৃত হবেন।



পানি সংরক্ষণ করা ১৬ কোটি মানুষের দায়িত্ব

আমাদের দেশে গত ৪০টি বৎসর ধরে নদী-নালা, হাওর-বিল, খাল-বিলসহ সবকিছু ভরাট হচ্ছে এবং ১৬ কোটি মানুষ দেখতেন। সরকার ও

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪১

দেখছেন কিন্তু এইসবকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেউ দায়িত্ব পালন করেন নাই। কাগজে কলমে যতটুকু হয়েছে শুধুমাত্র দাপ্তরিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই হয়েছে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন-যাপনে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি সাধন করে নাই।

বর্তমানে এসে যে পরিস্থিতি দাড়িয়েছে সমগ্র জাতিকে অনেক ব্যয়বহুল করে তুলেছে পানি পথগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখা। ১৯৭৪ সালে কোন এক সময়ে আমি একটি পত্রিকায় লিখেছিলাম। আমাদের নদীগুলোর তলদেশ থেকে বালি-মাটি তুলে নিতে হবে, না হয় আমাদের অতি কম সময়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাবে। এখন আমাদের দেশের নদী-নালা, হাওর-বাওর, খাল-বিলসহ সবকিছুর যে অবস্থা হয়েছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল নাগরিকগণকে নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হবে। নাগরিকদের সুবিধার্থে এলাকার সুবিধার্থে ভৌগলিক সুবিধার্থে পরিকল্পনা করে স্থানীয় উদ্যোগে নদী-নালা, হাওর-বিল, খাল-বিলসহ সবকিছু সংরক্ষণ করার কাজ হাতে নেওয়ার সময় এসেছে, জাতীয় সরকার থেকে বাজেটের সমুদয় টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের হাতে এনে কাজগুলোকে সম্পাদন করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সকল দায়িত্বশীল নাগরিকদের এটি একটি মহৎ কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নাগরিকদের কোনো স্বার্থ বা এলাকার উন্নয়নের কোন স্বার্থ রক্ষা হবে না। সরকার যদি কোন কাজের কোনো পরিকল্পনা নেয় তাহলে এটা শুধু হবে তাদের দাপ্তরিক কাজ রক্ষা করার জন্য এবং ব্যয় বহুল করে সাজানো হতে পারে যা জনগণের জন্য একটি ব্যয় বহুল বোঝা স্বরূপ হবে। এখন আসল ব্যাপার হলো প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে নাগরিকদের অংশগ্রহণে ক্ষমতাসীন করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষ গঠন করতে হবে। প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধিগণ নিয়ে সভাকক্ষ গঠন করে আলোচনার মাধ্যম বানাতে হবে। এই বিষয়টি অবহেলা করে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। বর্তমানে যত জনপ্রতিনিধিগণ আছেন তাদের এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কোনো স্বার্থকতা নেই। এই বিষয় নিয়ে তাদের কোন উৎসাহ আসবে না বরং তারা নিরুৎসাহী

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪২

করার জন্য সকল যুক্তি দিতে পারেন। সরকারী কর্মকর্তারাও বিশাল আকারের বাজেট তৈরি করে সমস্যায় রূপান্তরিত করতে পারেন। কিন্তু স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা নিলে এই মহা আকৃতির বাজেট থেকে আমরা রক্ষা পাব এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সকল নাগরিকদের ঐক্যমতে আমরা এই কাজগুলো উদ্ধার করতে পারি। কিভাবে পারব সেই উত্তর দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ চিন্তা করে বের করতে পারবেন। নিজ নিজ চিন্তায় এবং দৃষ্টিতে সকল নাগরিকদের কথা ভেবে চিন্তা করলে নিজেও রক্ষা পাই অপরকেও রক্ষা করি। এই মনোভাবনা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তা করলে আমাদের বেচে থাকার পথ আবিষ্কার হবে। আমাদের বেঁচে থাকার পথকে আমাদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে।

সরকার বলে কোনো আলাদা শ্রেণি হওয়ার কথা ছিল না। ওরা আমাদের দেশেরই নাগরিক কিন্তু পর্যায়ক্রমে তারা ভিন্ন চিন্তার বেড়াজালে পড়ে গেছেন। আমাদের সমাজে এই চিন্তাকে নতুন করে জাগাতে হবে যে সকল মানুষেরই একটি বেঁচে থাকার অধিকার এবং সেই অধিকারটুকু তাকে দিতে হবে। সেই অধিকারটুকু যদি তারা না পায় তখনই সমাজ এবং দেশ ভয়াবহ আকারে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে। সেই অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তখনই সমাজে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তাদের এই অধিকারটুকু দিতে গেলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত কারোও কোনো ক্ষতি হবে না। শুধুমাত্র আমাদের অন্তর দিয়ে গ্রহণ যোগ্যতা মেনে নিলে এবং তাদের পরিশ্রম, সুযোগটুকু এবং একটু মনখোলাভাবে কল্যাণের কথাটি চিন্তায় রাখলে তারাও বেঁচে যায় এবং সকল প্রকারের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

আমাদের দেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ার কারণে আমাদের নগরায়ন করার কথাটি অনেক করে ভাবতে হয়, সড়ক তৈরি করার সময়ে তা চিন্তায় আনা প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর অনেক দেশ শক্ত মাটিতে তৈরি হয়ে আছে। নদী-নালা অনেক কম অনেকটা পাহাড়ী ও উঁচু মাটির দেশ। সমুদ্র থেকে অনেক অনেক উপরে। তাদের জন্য সড়ক তৈরি করা, শহর তৈরি করা কঠিন কাজ নয়। আমাদের দেশে পরিকল্পনার অভাবে শ্বাসরুদ্ধকর নগর-জীবন হতে চলেছে। নগরের ভিতর যদি এক লক্ষ গাড়ী সংরক্ষণ করার পর্যাণ্ড

পরিমাণ জায়গা থাকে, তখনই এক থেকে সোয়া লক্ষ গাড়ী চলাচল করলে এতটা যানজটের সৃষ্টি হত না। কিন্তু যদি এখন এক লক্ষ জায়গার পরিবর্তে তিন লক্ষ যানবাহন চলাচল করে তাহলে এই যানজটের শেষ দূর করা বড়ই কঠিন হবে। এই জন্য সকল চাহিদা এবং পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণ করাকে যুক্তি সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

আমাদের এখনো প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে সকল নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। কিভাবে নাগরিক জীবন-যাপনকে উন্নতমানের করে রক্ষা করে চলতে পারি এবং স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হতে পারি। আমাদের যেসব নদীগুলো পলি মাটিতে ভরে গেছে সেই পলি মাটিগুলো তুলে ইউনিয়ন পরিষদ বিক্রি করতে পারে ইট তৈরির কাজে, আমি এটাকে মন্দভাবে দেখি না। এতে করে আমাদের চাষ যোগ্য দোআঁশ মাটি বেঁচে যাবে।

যেখানে আজ আর্থিক সংকটে ড্রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে ইউনিয়ন পরিষদ সেই জায়গায় ইজারা দিয়ে মাটি বিক্রি করতে পারে, এবং এই অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের কোষাগারে আসতে বাধ্য। বর্তমানে যত আইন আছে সবকয়টি আইনকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নতুন করে সংশোধন না করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই কাজগুলো করতে পারব না। কাজেই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনের রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করতে হয়। এইজন্য আমি খুজতেছি এককোটি নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়নের জন্য, নিজ নিজ ইউনিয়নকে উন্নতমানের বাসযোগ্য করার স্বার্থে। নিজ নিজ চিন্তাকে অর্থাৎ ছোট চিন্তাকে আরও বড় করে যদি প্রতিটি নাগরিক চিন্তা করা শুরু করেন আমাদের আলোকিত পথ দেখতে শুরু হয়ে যাবে।

নিজের মন প্রাণকে বড় করা শুরু করলেই আমাদের আত্মার পরিধি বেড়ে যাবে। তখন এককোটি মানুষের নেতৃত্ব আসতে বেশি দিন দূরে থাকবে না। এখনকার নেতৃত্ব হয় নিজের গৌরব এবং নিজের মান-সম্মান তৈরি করার জন্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য। আর আমি বলতেছি এককোটি নেতৃত্ব তৈরি হতে লাগলে তখন এই নেতৃত্বের প্রতিপত্তির যে মূল্যায়ন সেটা

কমে আসবে। সকলের কাছে অনুরোধ করি নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসুন চিন্তা করে লক্ষ স্থির করেন। আমরা আমাদের জীবন-যাপনকে কিভাবে সুন্দর করতে পারি। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নিজেদের জীবন-যাপনের উন্নতি আসবে না। আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেইমতো সুযোগ এখনও আসে নাই, আমাদেরকে তা আনতে হবেই।

নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। সকল নাগরিকের চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদ পূরণ করে দিতে পারে। পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজারজাত ব্যবস্থা এবং কর আরোপের দায়িত্ব ইত্যাদি। হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা সবকিছুতেই পরিকল্পনা ভিত্তিক অগ্রসর হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হওয়া চাই।



গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে

জনাব আপনার লিখাটি কয়েকবার আমি পড়েছি, আপনি যা লিখেছেন সব কথা সত্য কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট হলাম না। বর্তমানে আমাদের দেশের জনগণের উপর ফ্যাসিবাদদের যে নির্যাতন চলছে তা কারো কাম্য নয়। ফ্যাসিস্ট শাসন শোষণ-এর বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪৫

দেওয়া হচ্ছে না, তা কারও কাম্য নয়। তারপরও যারা ক্ষমতায় তাকে তারা লুটপাঠ, চুরি, দুর্নীতি ও দস্যুবৃত্তি করে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে ১৪৪ ধারা জারি করে। আপনার কথার সাথে আমি একমত কিন্তু কোন সমাধান পাই না। সংগ্রাম করে রাজনীতিকে লম্বভন্ড করে শক্তি প্রদর্শন করে নির্বাচিত সরকারকে বের করে দিতে পারলে যদি সমাধান আসতো তাহলে এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন করা যেতে পারতো। কিন্তু অতীত ইতিহাস থেকে দেখে মনে হয় না, জনগণের কোন উপকার আসবে।

এক পলোয়ান যাবে আরেক পলোয়ান আসবে লুটপাঠ করে ক্ষমতায় থাকবে। এই রকম পুনরাবৃত্তি হবে। এই থেকে আমাদের মুক্তি প্রয়োজন। আর এই জন্য সঠিক রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আমি একটা রূপরেখা গণতান্ত্রিক) গবেষণা করে পেয়েছি যদি পছন্দ হয় তাহলে পড়ে দেখতে পারেন সমস্যা হবার কথা নয়।

দুই বাঘের জন্য শিকার একটি হরিণ তাই নিয়ে টানাটানি, এই আমাদের অবস্থা। যার আস্থা নাই, থাকারও কথা নয়। হরিণ তো কথা বলতে পারছে না। দুই বাঘের ইচ্ছা কেমন করে রক্ত মাংস খাবে। এখন কথা হলো হরিণের ভিতর প্রাণ দেন, শিক্ষা দেন, তার চক্ষু খুলে দেন, নিজের ভাল-মন্দ বুঝার মতো জ্ঞান দেন এবং দেশের নীতি নির্ধারনী হওয়ার মতো শক্তি ও সাহস দেন, তখন দেখবেন ১৫ কোটি মানুষ অন্তত কিছু একটা বুঝতে শিখেছে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা প্রয়োগ করতে পারলে অনেকটা সমস্যা কমে আসতে পারতো। যেমন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ ভোট দেওয়া হয়েছিল ১ কোটি ভোটে দাস প্রথা বিলুপ্ত পায়। আমাদের দেশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হবে প্রথম স্তরের দায়িত্বশীল ধাপ। দ্বিতীয়ত জেলা পরিষদ এ জাতীয় পরিষদ চতুর্থত জাতীয় মহাপরিষদ। এই চার স্তরের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা দিয়ে ১ কোটি নেতৃত্বের জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংঘঠিত করতে হবে, তারপর শান্তি আসবে।



দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য পরিকল্পনা দরকার

আমরা দেখেছি সকল উন্নত দেশে মাস্টার প্লান অনুযায়ী সকল কাজ করা হয়ে থাকে এবং এই সকল কাজের স্থায়ীত্ব থাকে অনেক বেশি, এক হাজার বৎসর পরেও তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না।

তারা যে কাজগুলো করে থাকে এইগুলো নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে আর এর কারণ হলো তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক রূপরেখা ছিল তার সঠিকভাবে কোন সময় ব্যবহার করা হয় নাই, এমনকি এই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সঠিক জ্ঞানার্জন করতে দেওয়া হয় নাই। অর্থের জোর দিয়ে যার যেমন খুশি তেমন করে সকল কাজ করে যাচ্ছেন আসলে শুধু অর্থের জোর নয়, শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সকল কাজ করছেন। কোন নিয়ম-নীতির বালাই নাই। নিয়ম-নীতি থাকলেও কেউ তা মানছেন না, যেমন যেখানে-সেখানে গড়ে উঠেছে কল-কারখানা, ঘরবাড়ী, মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং।

যার কারণে প্রতিনিয়ত বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটছে। নিয়ম-নীতির ব্যাপারে নাম মাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকলে তা কেউ মানছেন না এবং

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪৭

কর্তৃপক্ষ দেখেও না দেখার ভান করে আছে। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার নামে কর্তৃপক্ষ আছে; তা শুধু নামে আছে কাজে নয়, এর কোন সঠিক কার্যকারিতা নাই। আমি চেষ্টা করছি সকলকে বুঝাবার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে। এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বলতে পুরো একটি প্রশাসনকে বুঝায় একদম নীচু স্তর থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত।

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দেশ আরো অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে। আমাদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এগুতে হবে। আমাদের দেশ আগে থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, ধনী হয়েছে। এই সকল স্তরের মানুষের মধ্যে একটি ভয়-ভীতি জন্ম নিয়েছে যে আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা মত এগুতে পারছি কিনা। মোটকথা হলো দেশ উন্নত হতে হলে দেশের মানুষের শান্তির কথা বিবেচনা করলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ছাড়া বিকল্প নেই। সমাজের মধ্যে অবৈধ পথে যারা অর্থ উপার্জন করছে তাদেরক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেউ নেই, কেউ তেমন উৎসাহী নয়। কারণ টাকা সকল উৎসাহকে নীরব করে রাখে। আর তারা সমাজ ও মানুষের নাগরিক জীবনকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। আর সমাজে যদি শান্তি সমৃদ্ধি না থাকলে গণতন্ত্রের স্বার্থকতা কোথায়?

নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সকল রাজনৈতিক দল প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে সমাজ ও দেশের সেবা করতে পারে না। দেশের ১৬ কোটি মানুষ বন্ধির মতো জীবন কাটাইতেছে। একদিকে ১৪ দল অন্য দিকে ১৮ দল এমনকি আরেক পক্ষ ইসলামিক দল। সকল পক্ষ ১৬ কোটি মানুষকে শাসন করতে চায়। তারা ১৬ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিনিমিনি খেলছে। দেশের এই ১৬ কোটি মানুষ এখন বের হয়ে আসে নাই। তারা যখন সজাগ হবে, বের হয়ে আসবে তখনই সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে। তাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নিতে হবে। আর এটাই সম্ভব এই চার স্তরের সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে। আর এই জন্য গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে, তাদের কর্তৃত্বে প্রতি ইঞ্চি জায়গার সঠিক পরিকল্পনা মতে এর সঠিক ব্যবহার করে তা কাজে পরিণত করতে হবে। বর্তমান সকল কর্তৃত্ব বর্জন করতে হবে। রাউজুক বা পৌরসভা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪৮

ইত্যাদি থাকবে না আমি যে রূপরেখা দিয়েছি সেই রূপরেখা অনুসারে হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ থাকবে অভিভাবকের দায়িত্বে।



আমাদের উপজেলা পদ্ধতি কোনো কাজের নয়

উপজেলা পদ্ধতি যখন করেছিলেন বা গ্রাম আদালত করা হয়েছিল, এইসবগুলো করা হয়েছিল কিছু সমর্থনকারী তৈরি করার জন্য। দলে নেতা বানানোর জন্য এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে জনপ্রতিনিধি করে সমাজে আসার কোন সুযোগ নেই এবং এগুলো করে একটি মাথাভারী প্রশাসন তৈরি করা হয়েছে, যার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের দায়িত্বে রেখে প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা আমাদের জন্য সমীচীন হবে। এখানে ক্ষমতায় থাকা এবং সমর্থনকারী তৈরি করার চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। এই চিন্তাটুকু করার জন্য আমি সকলের প্রতি অনুরোধ করবো। কারণ আমাদের সমাজে বর্তমানে যত দ্বন্দ্ব আছে তার নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় থাকবে না।

উপজেলা ভবনে জেলা পরিষদের ভবন বানিয়ে কাজ করলে জেলা পরিষদের কোন ভূমিকা থাকবে না এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদেরকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়ার চেয়ে জেলা পরিষদে এই বড় দায়িত্বগুলো দিলে ভালো হবে। এটা হবে অনেক বড় গুরু দায়িত্ব। জেলা পরিষদের সভাপতি যাকে মনোনিত করবেন ইউনিয়ন প্রতিনিধিগণের কর্মসময় কাল হবে ১ থেকে ২ বৎসর, তাও আলোচ্য বিষয়। সমস্ত জেলাকে মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করার যত টেকনিক্যালগত সুবিধা তা ব্যবহার করতে পারবেন। এই

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৪৯

বিভাগগুলো পরিচালনা করার জন্য বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষদেরকে দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব এবং তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে জনবল বা লোক প্রশাসন তৈরি করা সম্ভব। জেলা পরিষদের চিন্তা হবে বড় বড় যত প্রজেক্ট তৈরি কালে বহু জায়গাকে অপচয় না করে যেভাবে সংকুলান করা যায় সেভাবে চিন্তা করা। যত্রতত্র গড়ে উঠা স্থাপনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিকে রিজার্ভ রাখা। তাছাড়া তাদেরকে শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা সব বিষয়গুলো নিয়ে তাদের চিন্তা করতে হবে।

ইমারাত গড়ে তোলার চেয়ে এই অর্থ দিয়ে জনসেবাকারীদের মান উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যুব সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে হবে। ইমারতের জন্য এত টাকা খরচ না করে মানুষের অর্থনৈতিক সুবিধার্থে এই টাকা খরচ করলে মানুষের অভাব অভিযোগ কমে আসবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করলে তা যুক্তি সঙ্গত হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা উন্নতি করা এবং ধৈর্যশীল হওয়া, আচার-আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য কাজ করা দরকার। নিজের স্বার্থ যেমন খুব প্রয়োজনীয় তেমনি অন্যের স্বার্থকে সম অধিকার দিয়ে চিন্তা করাটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসতে হবে। আর তখনই একটা পরিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হতে পারে বলে আশা করতে পারি। সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরোধ রহিল।



প্রশাসনের মূল প্রাণকেন্দ্র হবে ইউনিয়ন পরিষদ

প্রশাসনের মূল প্রাণকেন্দ্র হলো ইউনিয়ন পরিষদ যাহা ৪০ জন সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠন করার কথা আমি বলে আসছি এবং তারা ইউনিয়ন

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল | পৃষ্ঠা নং ০৫০

পরিষদের সকল নাগরিকদের মতামত নিয়ে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিবেন। একজন বিশেষ অনুমতি নিতে পারবেন না বা দিতে পারবেন না। এরপরে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্প প্রকৌশলী দ্বারা তদারকি করার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। তারা তাদের আইনি অধিকার জনস্বার্থে সকল সময় প্রয়োগ করবেন। স্থানীয় বিচার বিভাগ বিচক্ষণ হয়ে যথাযথ বিচার করলে, যথাযথ শাস্তি (পার্লামেন্টের) প্রদান করলে আইনের কার্যকারীতার সুফল সকল নাগরিক ভোগ করবে। এই জন্যই গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল কাজ করবে।

প্রশাসনিক দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদকে নিতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নাগরিকদের সামাজিক পরিবর্তন এতে দ্রুত গতিতে হবে। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশের সকল ছোট বড় শহরসহ সব স্থান থেকে ৪০ জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব কাধে নিয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে আগাইয়া আসতে হবে। যে কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার সময় সবদিক বিচেনা করা হবে যেমন- গ্রাম অঞ্চলে এক প্রকার এবং শহর অঞ্চলে আরেক প্রকার প্রকৌশলী দরকার হবে।

কারন শহরে বড় বড় ইমরারত গড়ে উঠবে সেজন্য প্রকৌশলী হতে হবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। সেখানে মাটি পরীক্ষা করতে হবে। বালু পাথর সিমেন্টের সঠিক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। প্রতিটি ধাপে ধাপে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিতে হবে। গ্রাম-গঞ্জেও তাই হবে। গ্রাম এলাকায় কোন খামার প্রতিষ্ঠা করতে হলে গ্রামের সকল মানুষের মতামত নিতে হবে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক কিছু জড়িত আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবে।

সবগুলো বুঝে তারপর নাগরিকরা তাদের মতামত দিবেন। প্রত্যেক সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিটি বিষয়ে পরিকল্পনা নেয়া খুবই জরুরি বিষয়। সঠিক পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হতে থাকলে নাগরিক জীবন শান্তিময় হয়ে থাকবে। শান্তির প্রতিক নিয়ে গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল কাজ করতে চায়। এই দল শুধু সমাজ ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারিক রূপরেখা দিতে আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আর এই জন্য বিশাল জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫১

জরুরি। সকল উন্নয়নের প্রথম স্তর হলো পরিকল্পনা বিভাগ যা আমাদের দেশে কার্যকারী নয়। এই পরিকল্পনা বিভাগ এত জরুরি হয়ে পড়েছে যে, তা এখনই কার্যকারী করতে হবে। এই বিভাগ কর্মসংস্থান দিবে এক কোটি শিক্ষিত বুদ্ধিমান, প্রকৌশলীর। যারা সহায়তা করবেন প্রতিটি ইউনিয়নের নাগরিকদের মতামত তৈরিতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তারপর সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা থাকবে। পরিকল্পনা বিভাগ বিবাদে একটি বিষয়ে অনুমতি দিতে পারে বা বন্ধ করে দিতে পারে। যেমন- এটি হতে পারে ইটভাটা, মাছচাষ, বড় কল-কারখানা, শপিংমল ও বিমান বন্দর ইত্যাদি। যে কোন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের নিযুক্ত প্রকৌশলী এই কর্মকাণ্ডের ভাল এবং মন্দ দিক তুলে ধরবেন। তারপর সকল নাগরিকদের মতামতের মাধ্যমে অথবা ভোটের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। যে অনুমতি দেওয়া হবে, কি হবে না, এইগুলো সবই ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ কন্ট্রোল করবে। এটা হবে ৪০ সদস্যের কাউন্সিলের মাধ্যমে। এটাকে আইনে পরিণত করার জন্য গ্রামবাংলা গণ তান্ত্রিক দলকে জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের সদস্য দিবে।



যুব সমাজের প্রতি অনুরোধ জানাই

আমাদের দেশের যুবকদের প্রতি একটি অনুরোধ করবার খুবই ইচ্ছা হচ্ছে। আমাদের দেশের বিশাল যুব সামাজ যদিও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে আছেন তারপরও আছেন ৭০ ভাগ পর্যন্ত যুবক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারে নাই। ৪০ ভাগ যুব সমাজের সুবিধা বঞ্চিত হয়ে আছে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫২

অনেকে চাকুরির জন্য ছুটাছুটি করছে, অনেকে আবার কিছু একটা চাকরি করে কোন রকম স্বস্তিতে আছেন। যারা এখনও চাকরি খুঁজছে তারা এখনও অন্তস্তি বোধ করছেন। আর এক ভাগ যুব সমাজ কোন না কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। সকল যুব সমাজই সমাজের জন্য একটি সম্পদ।

বয়স্করা যাবে, যুবকরা সেই পদগুলো নিবে। যদি জনসংখ্যা অনেক বেশি হয়ে পড়ে, তাহলে সে কোন সরকারকে চিন্তা করতে হয় যে, চাকুরীজীবীদের সরকারী চাকুরির মেয়াদ সংকীর্ণ করা। যে কোন একজন চাকুরীজীবীকে হয়ত ৫০ বৎসর চাকুরী জীবনের স্থলে ৩০ বৎসর করতে পারেন। এতে যুব সমাজের উচ্চ শিক্ষিত যারা হয়েছে তাদেরকে চাকুরী দেয়া সহজ হত। অন্তত একটুখানি সস্তিরতা আসত।

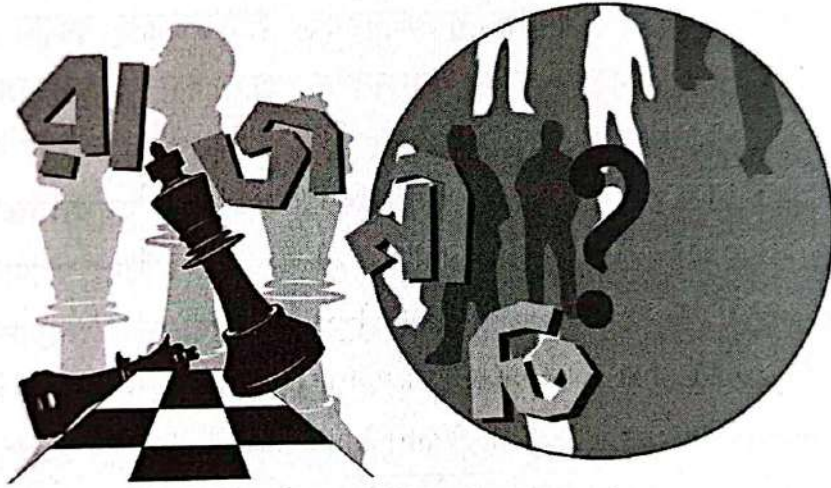
আমাদের সমাজে বেকার যুবকদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের সরকার হলে তাদের জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হতো এবং এই খাতে অন্তত আট থেকে দশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হতো। আমি মনে করি যুব সমাজের মন-মানসিকতাকে উন্নতমানের করার জন্য যে আর্থিক সুবিধা প্রয়োজন, সেই আর্থিক সুবিধা কয়েকটি প্রকারে ভাগ করে প্রকারভেদে দেওয়া সম্ভব হবে। এই অর্থ তারা বিনা সুদে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তার মেয়াদ হতে পারে ১০ বৎসর পর্যন্ত। তারা এই অর্থকে উচ্চ শিক্ষার জন্য খরচ করতে পারবে। কেউ তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য খরচ করতে পারবে, কেউ খামার বাড়ি অর্থাৎ সংসার করার জন্য এই টাকা ব্যয় করতে পারবে। এই কর্মসূচী একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে যাবে। তারা বিতরণ করবেন এবং আদায় করবেন। তারা যাচাই-বাচাই করবেন।

আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির আরও সহজ করার প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আনন্দ উপভোগ করার মত বিষয়বস্তু বানাতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজের যুব সমাজকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পেরেছি এবং তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত প্রতিটি যুব সমাজকে আবাসন ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব পালন করা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আদর্শবান হতে পারিবে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৩

না। শিক্ষাই আমাদেরকে আদর্শবান বানাবে। যদি আমার সরকার সুযোগ পেত তাহলে অন্যান্য অবকাঠামোর প্রতি এতটুকু মনোযোগী হত না। এত টাকা খরচ করে বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নেবার প্রয়োজন মনে করতো না। যতদিন পর্যন্ত বর্তমান নাগরিক সমাজকে একটি মানসম্মত জীবন-যাপনের পর্যায়ে না নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একটি মানসম্মত জীবন-যাপন করার ব্যবস্থাপনা করে দিতে হয় সরকারকেই। আর আমার সরকার এই কাজটি কররে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে। আর এটাই হবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। যখন মানুষ উন্নত শিক্ষার অধিকারী হতে পারবে তখন তার নিজের জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারবে এবং রক্ষনা-বেক্ষণ করতে পারবে।



অগ্নিবরা স্বাধীনতার ৭ই মার্চ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আমি ৭ই মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করি। সেই ১৯৭১ সালে এই দিনের পর থেকে অসহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রস্তুত ছিল না। এইজন্য তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নাই। আমার বাড়ির উপর দিয়ে বিমান যাতায়াত করত সেই সময়ে আমরা বা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। প্রতি ঘণ্টায় একেকটি বিমান আসা-যাওয়া করছে। তখন থেকেই ভাবতে পেরেছিলাম যে, তারা অস্ত্র ও সৈন্য বাহিনী এখানে এনে মজুদ করছে। তখন ভাবতাম আমাদের জোয়ানরা যদি এই বিমান বন্দরগুলো নষ্ট করে দিতো তাহলে তারা ব্যবহার করতে পারতো না।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৪

তবে তা শুধু ভাবনাই পর্যন্ত রয়ে গেল। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত দেশের আনাচে-কানাচে শত্রু বাহিনী তাদের অস্ত্রসস্ত্র ও সৈনিক দিয়ে দেশকে ঘিরে ফেলেছে। তারপরই ২৫শে মার্চ তারা শুরু করলো গণহত্যা। আমরা তখনকার দিনে রেডিওতে এগুলো শুনতাম। রেডিও ছিল তখন খবরের একমাত্র মাধ্যম। রেডিওতে শুনলাম যে গাজীপুরে ট্যাংকারে আক্রমণ করেছে মুক্তিবাহিনী।

ঐদিন আমরা যখন খবর শুনছিলাম আমাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক এবং ঠিকাদার তারাও ছিলেন। তারপর এই খবর শুনে তারা হতাশ হয়ে গেলেন এবং যার যার বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন যে, এই বুঝি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তার কয়েকদিন পর আমাদেরবাড়ি থেকে অনেক দূরেদেখতাম যে, হেলিকাপ্টার একটি ঘাটিতে সারাদিন বোমা বর্ষন করছে। তারপর কোন এক সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়াজ ভেসে আসে যে, জিয়াউর রহমান ও দেশের সব মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। দু' একদিন পর আর শুনতে পাই নাই। তারপর আমরা সংবাদ শুনতাম ও গান শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে।

আকাশবানী কলকাতার খবর শুনতাম, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের খবর শুনতাম। যাই হোক দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশ ভারতের সাহায্য নিয়ে শত্রুমুক্ত হয়। আমাদের বিজয় দিবস হিসাবে ১৬ই ডিসেম্বর হয়েছে। ৭ই মার্চ স্বাধীনতা দিবস হিসাবে আরও কত লেখক কতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন এবং ৭ই মার্চকে স্বাধীনতা দিবসের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন যাই হোক আমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি ৭ই মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে বলে গর্ববোধ করি। যদি আমার সাথে আপনারাও একমত হন তাহলে আমরা অনেক তর্ক বিতর্ক থেকে মুক্তি পাই।

সকল ইউনিয়নবাসীর প্রতি একটি অনুরোধ রাখতে চাই যে, আমাদের দেশ আকারে অনেক ছোট পার্শ্ববর্তী দেশের জন্য আমরা একটি ছোট দেশ কিন্তু তাদের সাথেই আমাদের বসবাস করতে হবে। এবং তাদের সাথে আমাদের যে সীমারেখা আছে এইগুলোকে বজায় রাখতেই হবে। আর সে

জন্য শুধু যুদ্ধাদেহী মনোভাব নিয়ে তাদের সাথে বসবাস করা চলবে না। তাদের সাথে বসবাস করার জন্য আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানগুলোকে আরো অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক অনেকটা কার্যক্রমকে বোঝার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমি অনুরোধ করব শিক্ষক মহোদয়ের কাছে আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গুলো এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও আইন-কানূনের দিকগুলোসহ পাঠদান করেন তখনই একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে লালন করতে পারবেন। আমাদের দেশে এই শিক্ষাগুলোর খুব বেশি প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে হলে সকল শ্রেণির নাগরিকদেরকে উন্মুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সমাজ গঠনে স্থানীয় সরকারের যে ভূমিকা সেটা পালন করতে পারলে আমরা একটি মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত হবো।

বিশ্বব্যাংক আমাদেরকে এত টাকা ঋণ দিতেছে কিন্তু দেশের নাগরিকদের উপকারে না এসে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় টাকাগুলো ব্যবহার করা হয়। যদিও মনে করা যায় দেশের উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানুষের এবং সমাজের কোন উন্নতি হয় নাই। আমাদের নদীগুলোতে শতকোটি টাকা খরচ করে ব্রীজ দেওয়া জরুরি না মানুষের উন্নতি করা জরুরি। এই প্রশ্নের উত্তরকে আলাদাভাবে সকল শ্রেণির মানুষের বিবেচনায় এনে মতামত নেওয়াটা অনেক জরুরি এবং মতামতের ভিত্তিতে কাজ করাটা আরোও প্রয়োজনীয়।

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের নামে এত টাকা-পয়সা অপচয় করা ভাল কথা নয়। নাগরিকদের জীবন-যাপনের উন্নয়ন করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগকে সহজ করা এবং জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য টাকা খরচ করবে। নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি কাজ ও আইনের সমাধান আনবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ দেশ উন্নয়নের অংশীদারিত্ব পাবে। সকল জেলা পরিষদ গুলো তার তত্ত্বাবধানে থাকবে। জাতীয় মহাপরিষদ তার রক্ষনাবেক্ষণে দায়িত্ব পালন করবে। জাতীয় পরিষদ আইন পরিষদের কাজ করবে। আমার এই কাঠামোর মধ্যে সকল শ্রেণির নাগরিকদের আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে দিবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৬

তার জন্য শিক্ষকদেরকে বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে এবং নাগরিকদের সব ধরনের বাধা বিপত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করে দিলে মানুষের ভাল হবে। সামাজিক কুসংস্কার থেকে বের হওয়ার জন্য আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে শিক্ষকও শিক্ষার্থী যৌথভাবে উদ্যোগ নিলে জাতি উপকৃত হবে। শুধু পরীক্ষায় পাশ করে চাকুরি পাওয়ার যে নেশা এই নেশা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। একটি মর্যাদাশীল জাতি গঠনে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। আসুন আমরা জাতিকে উন্নতি সাধনের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি আনার জন্য আলোচনায় বসি। সকলের কাছে আমার এই আহ্বান রইল।

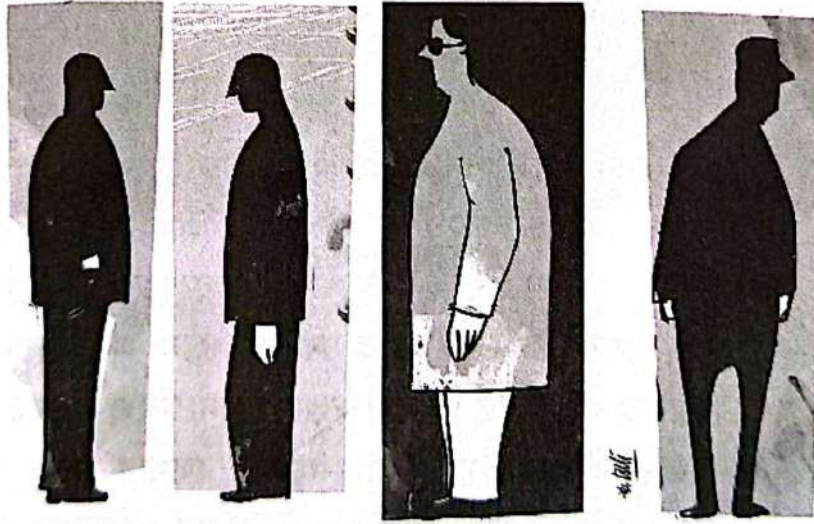


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

আমাদের দেশে যেভাবে কল্যাণমূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব। সে প্রকারেই আমি চিন্তা ভাবনা করছি। সকল চিন্তা-চেতনা নিজেদের ভৌগলিক অবস্থান থেকে তৈরি করতে হয়। আমি আমার লেখার মধ্যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম বারবার। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট গ্রহণ করলে আমরা বহির্বিশ্বের আত্মসন থেকে রক্ষা পেতে পারি। কারণ নাগরিকদের মতামতের উপর বহির্বিশ্ব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে আমাদের মত সমাজ এত উন্নতমানের হয়ে উঠতে পানি নাই। শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা কত পিছিয়ে আছি। তারপরও প্রত্যক্ষ

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৭

গণতান্ত্রিক উপায়ে ছোট বড় সিদ্ধান্তগুলো নিতে থাকলে ক্রমান্বয়ে আমরা সুস্থ সামাজিক অবস্থায় যেতে পারব। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে আমাদের অমীমাংসীত দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসায় আসতে সহজ হবে। স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এরপর জেলাভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কমিশনের যৌথ নেতৃত্বে এই বিষয়ভিত্তিক মতামত নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করলে আমাদের জীবন-যাপন সহজ হবে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ ভূমি অপচয় হচ্ছে এই অপচয় আমরা রক্ষা পেতে পারি এবং ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে নগর সেবা এবং নাগরিক সেবা, গ্রাম সেবা উন্নয়ন করা সহজ হবে। এটাই হবে আমি মনেকরি যুক্তি সঙ্গত। কারিগরি বিদ্যার প্রতি আমাদের আরও যত্নশীল হতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পনায় জনগণের বা নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অর্থ্যাৎ বিষয়ভিত্তিক ভোট গ্রহণ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগাতে হবে। এইসব চিন্তা-চেতনাগুলো শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া প্রয়োজন। আলোচনা আসতে থাকলে আমরা আলোকিত পথ দেখতে পাব। সকল ইউনিয়নবাসীর প্রতি আমার উদার আহ্বান রইল।



ছোট-বড় সকল সড়কের নিরাপত্তার বিধান সরকারের করণীয়

আমার সরকার সেই বিধানগুলো প্রতিটি ইউনিয়নের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করবে এবং জেলা ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণ করার সকল

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৮

সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাজানো হবে। প্রতিটি যানবাহনের ইন্সুরেন্স বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাবলিক লাইবেলিটি প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। কোন যানবাহনের আঘাতে পথচারি মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা পঞ্জি হলে এবং সড়ক বা ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলে দিলে তার অবহেলিত বা অবহেলার কারণে নিয়মনীতি না মানার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ইন্সুরেন্স কর্তৃপক্ষ এই পরিমাণ খরচ প্রদান করিতে বাধ্য থাকবে। তা হতে পারে কোটি টাকার উপরে তবে সেটা আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে আইন পাশ করতে হবে। এই আইনকে রক্ষনাবেক্ষণের জন্য দেখাশুনা ও তদারকি করবার জন্য জাতীয় মহাপরিষদের প্রয়োজন আছে।

জাতীয় মহাপরিষদ উচ্চ আদালতের সমমর্যাদাপূর্ণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্যাডেট স্কুলের নমুনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হবে। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উচ্চমানের মাইনে বা বেতন দিয়ে রাখা হবে। যাতে আইন ভঙ্গকারীদের সাথে হাত মিলাতে না হয়। এটাই হবে প্রশিক্ষণের একটি ধারা।

যানবাহন চলাচলের জন্য আমাদের দেশে অনেক গবেষণার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমরা কোনদিন সেই গবেষণায় যেতে পারি নাই। হয়ত আমাদের সমস্যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি নাই অথবা অন্যের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাস আমরা ছাড়তে চাই নাই।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আমাদের দেশকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে দেখছে। সরকারীভাবে দুই হাজার যানবাহন আনলে সেগুলো দিয়ে জনগণ বেশিদিন যাতায়াত করতে পারে না। এটির মূল কারণ হলো আমাদের দেশের ব্যক্তি মালিকানা ও সরকারী মালিকানার মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব আমরা নিরসন করতে পারি নাই। আমরা উদ্যোগীও হই নাই।

ব্যক্তি মালিকানাধীন আলাদা যাত্রাপথ হলে তখন সেই পথের যাত্রীগণ ব্যক্তি মালিকানাধীন সেবা পাবে।

সেটা উন্নতমানের হতে পারে? না হলে সেটা নিয়ে যাত্রীগণ আলোচনা করতে পারে এবং ইউনিয়ন পরিষদ তা মীমাংসা করে দিতে পারে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৫৯

সরকারী ব্যবস্থাপনায় পৃথক যাত্রাপথ অঙ্কন করা প্রয়োজন। যাতে দুই যাত্রাপথ একত্রিত না হয়। এতে করে প্রতিযোগীতাও থাকবে আর যদি হিংসাত্মক ভাবে কোন একটি লাইনকে নষ্ট করা হয় তখন অতি জরুরিভাবে আইনের মাধ্যমে তা বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। এখন আমাদের যতটি সমস্যা আছে এইসব সমস্যা দূর হয়ে যাবে সহজে। কোন যানজট থাকবে না। তবে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সহযোগীতার প্রয়োজন। আমাদের নৌপথগুলো বাচলে সারাটি দেশের কর্মজীবী মানুষেরাও বাচত এবং পরিবেশও বাচত। সেই ব্যবস্থাগুলো করার জন্য আমার সরকার উদ্যোগী হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের পরিষদ পরস্পরের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করবে।

আমি যে প্রকারে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা গবেষণা করছি সেটা আমাদের দেশের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ ভারত বর্ষের মধ্যে কেউ এইভাবে চিন্তা করে নাই। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের মত না হলেও আমাদের দেশের জন্য এটাই আমাদের সঠিকভাবে মেনে নিতে হবে। এই ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আরো উন্নতি করতে পারবো।

আগামী নির্বাচনের জন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে নিবন্ধীত করার জন্য সকলশ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই প্রস্তাবিত চারপুত্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রূপদান করার জন্য গ্রাম-গঞ্জের মানুষের প্রয়োজন। এই লক্ষে প্রত্যেক গ্রামবাসী থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল মানুষের আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সংসদ সদস্য মনোনয়ন করার কাজটি আপনাদেরকেই করতে আহ্বান জানাই।

এই দলের চিন্তাধারা নিজ থেকে উপরেদেখার চিন্তা-ভাবনা আপনারা যাকে সংসদ প্রতিনিধি দেবেন তাদেরকে নিয়েই সরকার গঠন করার প্রত্যাশা করি। কারণ বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য মনোনয়নপত্র রাজধানী থেকে ক্রয় করে থাকেন। এই রীতি-নীতি থেকে গ্রামবাংলার মানুষকে স্বাধীনভাবে বাচার নতুন চিন্তা-ভাবনা করেছে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল। আপনারাই অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবেন যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান,

সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও দেশও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা রয়েছে এই ধরনের ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করবেন। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়ে ছাত্র সমাজকে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা সকলে মিলে করবো।

আজও আমাদের বইয়ের বোঝা কমাতে হবে এই দাবি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকেরা চিন্তাযুক্ত থাকেন। আমাদের মানুষকে সুশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই। গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতি সহজ করে গড়ে তুলবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাদের মতো আন্তর্জাতিক মানের করে পাঠ্য পুস্তকসহ কারীগরি শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক বড় ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের প্রকল্প তৈরি করতে হবে।

প্রতিটি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে এবং কমপক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সকল পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হবে। আমি চাইব প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে ক্যাডেট স্কুলের মতো করে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে সৈনিকের মত করে গড়ে তুলতে। অভিভাবকদেরকে শিক্ষা ব্যয় বহন করতে হবে না। এখন ব্যাপারটা হলো আমাদের নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা। নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকে বুঝে নিতে হবে। আমাদেরকে পরিকল্পনা অনুযায়ী আবাসন গড়ে তুলতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদকে পরিকল্পনা করতে হবে, কোথায় আবাসিক এলাকা, কোথায় বাণিজ্যিক এলাকা, কোথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোথায় বিনোদন কেন্দ্র, কোথায় হবে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং কোথায় হবে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে। কৃষি কাজের জন্য ভূমিকে উন্মোক্ত রাখতে হবে এবং নদী-নালা, হাওর-বিল যাতে বিলুপ্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ইউনিয়ন পরিষদকে আগাম শতবৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। এতসব দায়িত্ব পালনে ইউনিয়নবাসীকে সকল কর্মকাণ্ডে পরামর্শ করার জন্য অংশগ্রহণ করে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬১

নিজ নিজ ইউনিয়নকে সম্মানিত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। এই ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য সকলেই মিলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা হবে। আমি আহ্বান জানাবো প্রায় পাঁচ হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে। কিভাবে নিজ নিজ ইউনিয়নকে সাজাবেন সেইটা হবে আপনাদের মতামতের প্রতিফলন।

আমাদের সড়কগুলোকে অযথা উঁচু করা হয় অনেক জায়গায়, যার প্রয়োজন ছিল না। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে যে সড়ক গিয়েছে তাকে তিন থেকে চার ফুটে বেশি উচ্চতা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি দেখি না। যদি এই উচ্চতার ভিতর থাকে তখন ধান ক্ষেত্রের পরিবেশ লক্ষ্যণীয় থাকে। যেখানে সেখানে বাড়িঘর, দোকানপাট, কলকারখানা এইসবকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিতভাবে অনুমোদন করতে হবে ইউনিয়ন পরিষদকে।

ইউনিয়ন পরিষদ অনেক জমিজমা অধিগ্রহণ করতে আইনগত ক্ষমতা পাবে যেগুলো আইনি সমস্যায় ভুগছে সেগুলোকে ইউনিয়নের অধিনে নিয়ে ব্যবহার যোগ্য করে গড়ে তোলার ক্ষমতা পাবে। এলাকার বিতর্কিত জমিজমা ইউনিয়ন পরিষদ অধিগ্রহণ করতে পারবে এবং ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারবে। প্রতিটি সড়ক তৈরি করার পূর্বে পরিকল্পনা নিতে হবে পায়ে হাটার পথ রেখে এবং রেলিং দিয়ে নিরাপদ রাখতে হবে। দ্রুত যানবাহনকে আলাদা করে রেলিং দিয়ে রাখতে হবে এবং ৫০ মাইল গতি নির্ধারিত করে রাখতে হবে। সকল ড্রাইভারকে অব্যাহি প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আবাসন তৈরির জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে ভূমিকা রাখতে হবে। যেমন: শ্রমজীবী মানুষের জন্য আবাসন তৈরি করে ভাড়া দিতে হবে পরিকল্পিত এলাকায়।

যদি আমরা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনে প্রাণে চাই তাহলে আমরা নিজ নিজ সংসদীয় এলাকার জন্য নতুন সংসদ সদস্য মনোনয়ন করি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তিনশত সদস্য মনোনয়ন করতে পারলেই আমরা একযোগে এক কাতারে একদিন রাজপথে দাড়ালেই আমাদের রায় দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত প্রকাশ পাবে এবং এতটুকু যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি তাহলে দেশও জাতিকে একটি সঠিক অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবো।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬২



ইউনিয়নবাসীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় ইউনিয়নবাসী একটি কথা লক্ষ্য করে দেখুন, সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই রাস্তা-ঘাটের প্রতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি, স্বাস্থ্য সেবার প্রতি, উৎপাদনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি। আমি যদি ধরে নিই সরকার গঠন করেছে; তাহলে প্রথম কি কাজ করব? প্রথম কাজ হবে জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা অন্তত ১০০ সদস্য নিয়ে, যার মধ্যে অবসর প্রাপ্ত রাজনীতিবিদগণ অবশ্যই থাকবেন। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব জাতীয় সংসদের অনুমতি নিয়ে বিল পাশ করে আইনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দেয়া হবে।

বাজেট তৈরি করা হবে; প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ পাবে, রাজস্ব থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিবেশকে মানুষের অনুকূলে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। সড়কের একপাশ উঁচু করে পাঁয়ে চলার পথ বানাতে হবে এবং রেলিং দিয়ে রাখতে হবে। আবাসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করে কোন কোন এলাকাকে রূপান্তরিত করতে হবে। জমি বাঁচাতে হবে, এই আবাসিক এলাকা রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা এবং পরিকল্পিত অনুযায়ী হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বিল। একটি পরিকল্পিত ইউনিয়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৩

প্রচেষ্টা করে যাওয়া হবে। এর মধ্যে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

সরকার গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটির কাজ ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে পরিচালনা করবে। প্রতিটি ইউনিয়নকে একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দূরদৃষ্টি নিয়ে তৈরি করলে প্রত্যেক ৬টি বা ৮টি ইউনিয়নের মাধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার উপর বেশি বেশি অর্থ যোগান দেওয়া হবে। সকল বয়সের নাগরিকদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রিয় ইউনিয়নবাসী, আমি গ্রামের বড় হওয়া মানুষ। আমি বুঝি গ্রামের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা। আমার মানুষের গৃহস্থ পরিবারগুলোর মনমানসিকতা এবং শ্রমজীবী মানুষগুলোর কষ্ট বুঝি এজন্য আমার চেয়ে ভাল আর কেউ বুঝবে না। যারা গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সাথে কোনদিন জীবন-যাপন করে নাই। শহরে বড় হয়ে গ্রাম নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা একটি স্বপ্ন দেখার মত ব্যাপার। আমি গ্রাম ও শহর দুইটা দেখেছি। তাই আমি কথা দিচ্ছি আমি এই নেতৃত্ব দিতে পারবো তোমাদের জন্য।

প্রতিটি ইউনিয়নবাসীর জন্য বলি আমি যা বলছি এই প্রথা অনুসরণ করে পৃথিবীর ৮০ ভাগ দেশ পরিচালনা হয়। এই প্রকারে যখন দেশ পরিচালনা হবে, তখন দেশের সকল শ্রেণির মানুষের মনমানসিকতা পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে। আজ আমরা যে চিত্র দেখতে পাই, তারও একটি সমাধান আনা সম্ভব। কারণ এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিঃস্বার্থ নয়। নিজের স্বার্থ এবং সাজোপাজোদের স্বার্থ দিয়ে নিজের অহংকার রক্ষা করার জন্য কাজ করবে না। সারা জাতিকে বোঝাতে হবে সরকার পরিবর্তনে আসলে শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কিছু যায় আসে না।

গত ৫৩ বৎসরকে দেখ কার কি পরিবর্তন হয়েছে, সরকার পরিবর্তনের কারণে। আমার মনে হয় দেখবেন মন্দ ছাড়া ভাল তেমন কিছুই হয় নাই। আর যা হয়েছে তা নিজ উদ্যোগে বিদেশী উপার্জনের সুযোগের পাওয়ার জন্য হয়েছে। আর কিছু সরকারী ঋণ সুবিধার কারণে হয়েছে। আসলে সংঘাত এই জায়গার সরকারী সুবিধা পাওয়াকে নিয়ে। এই থেকে মুক্তি

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৪

পেতে হলে আমাদের বার্ষিক বাজেট তৈরি করতে হবে বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে নিয়ে। তখন এই অর্থ সকলের মাঝে পৌঁছানোর সুযোগ হয়ে যাবে।

আমার মূল উদ্দেশ্য প্রথমে হল বোঁঝানো, না বোঁঝালে যুদ্ধ করা হবে নিজেকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া। আমি মনে করি প্রথম শিক্ষায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা বুঝা এবং সকলে মিলে চর্চা করা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চর্চা করা সহজ কথা নয়। তবে আমাদেরকে উপরের হুকুম না শুনে নিজেদের মধ্যে এই গণতান্ত্রিক চর্চা করে প্রতিটি বিষয়কে বোঁঝানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন দল কি বলে আর কি করল সেটা বড় নয়। কারণ তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই মতলব। তা সবকিছুতে ভাল নয় নিজের মতলব নিয়ে কাজ করা। আপামর মানুষের কথা না ভেবে কাজ করলে যা হবার তাই আমাদের দেশে হচ্ছে।

তাই আমাদেরকে আপামর মানুষের কথা ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, মনস্থির করতে হবে যে, আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। বার বার রক্ত ঝরা সংগ্রাম করার কোন কারণ থাকতে নাই। এই কারণকে দূর করতে হবে। তার জন্য সকলে মিলে গণতান্ত্রিক উপায়ে চর্চা করে সিদ্ধান্তে আসি। এই আমার আবেদন রইল। আমি যদি সরকার গঠন করতে পারতাম তবেই সংসদের অনুমতিক্রমে আমাদের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধানে রূপান্তরিত করতাম। আর তখন সাংবিধানিক ঝগড়া থেকে মুক্তি হবে। নির্বাচন পরিচালনার ধরণ বদলাতে হবে। এই প্রথা যতদিন থাকবে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আসবে না। ঝগড়াও যাবে না, নির্বাচন করার ধরণ বদলানো হবে।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পর এক সময় রাজনীতি ও অর্থনীতি কিছুটা ব্যাখ্যাসহ বুঝানোর ব্যবস্থা করা। এটাই হবে আমার আর একটা পরিকল্পনা। এরই মধ্যে জীবন-যাপনের ধরণ অনুভব করতে পারবে সামাজ্যের বিশাল একটি অংশ। আর এর মাধ্যমে গণসচেতনতা জেগে থাকবে। পরের কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠবেন না। অন্তত নিজের বিবেকের সাথে বিচার করতে বসবে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৫

রাজনীতি ও অর্থনীতি বুঝাবার জন্য বড় বড় সভা করে বুঝাবার ব্যবস্থা হবে। পাঠ্যবই থেকে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় সরানো হবে এবং এগুলো পাঠ্যবইয়ের ভিতরে থাকবে না। শিক্ষার্থীদের অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হবে, পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তু বাধ্যতামূলক রাখা হবে না। শিক্ষার্থী ভাষা শিক্ষা নেবে বাংলা, ইংরেজি গ্রামার ব্যবহার কিভাবে হয় শিখবে ইত্যাদি।

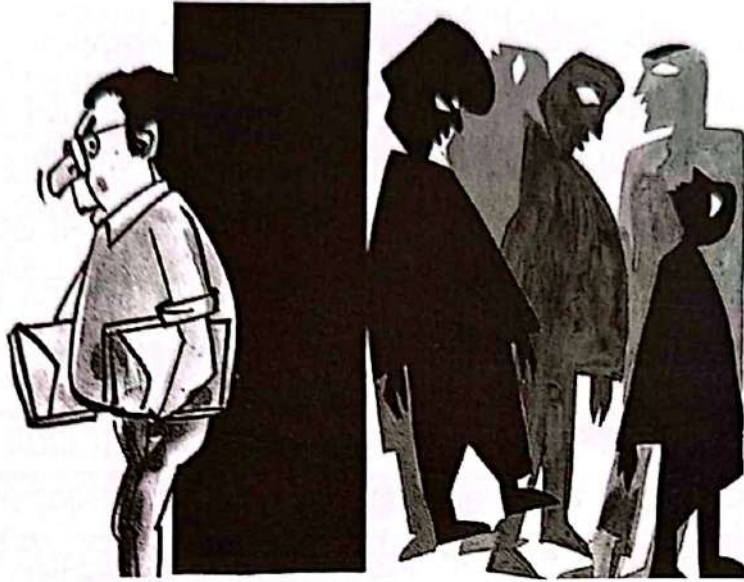
আগডুম বাগডুম ঘোড়া ডুম সাজে, শিক্ষার্থী যদি এই জাতীয় পাঠ্যবই পড়তে না চায় তাকে বাধ্য করা যাবে না। কত ভালো ভালো পাঠ্যক্রম আছে শিক্ষা বিভাগ তা এনে দিবে। বর্তমান ব্যবসায়ী মনোভাব ব্যবস্থা থেকে বের হতে হবে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই সকল প্রকার শিক্ষার্থীকে রাজনীতি ও অর্থনীতি বাধ্যতামূলক করা হবে এবং বাংলা ও ইংরেজি অবশ্যই জানতে হবে। এই ব্যবস্থা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা অর্জন করলে অনেক প্রকারের ভিন্ন জাতি সম্পর্কে জানতে পারা যায় এবং তার অনেক প্রয়োজন আছে বর্তমান যোগে।

অন্য জাতির সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে গেলেই সে ঠকাতে পারবে না। অনেক প্রকার আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছানো যায়। বিভিন্ন ভাষা মানুষকে সাহায্য করে থাকে সহঅস্থান করার জন্য আর পৃথিবীকে জানা আরও সহজ হয়। আমার সরকার যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ কাজ আমার নমুনা অনুযায়ী করতে পারে তখনই আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের বসবাসের যোগ্য করে রাখতে পারবো বলে মনে করি। কারণ দেশে উন্নয়নের নাম করে অনেক কল-কারখানা হচ্ছে, কিন্তু সবকিছু পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে না।

প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকাংশে ধ্বংস করে ফেলছে। আমাদের পরিবেশ বান্ধব থাকতে হলে ইউনিয়ন পরিষদ নাগরিকদের অংশগ্রহণে পরিচালিত হতে পারলে, তখনই পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিকে রক্ষা করে উন্নতি সাধন করতে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। প্রায় ৫ হাজার ইউনিয়ন পরিষদের কাছে তাদের দায়-দায়িত্ব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করে দিলে রাজধানীতে যে সকল ক্ষমতার উৎস এবং সংসদ সদস্যসহ ক্ষমতার উৎস কমাতে পারলেই আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতা থেকে বের হয়ে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৬

আসতে পারবো। এখনও আমাদের সমগ্র জাতি যদি গণতন্ত্রের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান খুঁজি তখনই পেয়ে যাব সমাধান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করাই হবে সমাধান। আমি যে কোন একটি সংসদীয় আসন থেকে প্রতিনিধি হয়ে সংসদে যাব।



প্রত্যক নাগরিককে গণতান্ত্রিক বিষয়ের উপর শিক্ষা নেওয়া উচিত

আমাকে সে দিন বলা হয়েছিল তুমি যদি কিছু একটা করে দিয়ে যাও তাহলে মানুষ তার উপকার ভোগ করবে, টাকা রেখে গেলে তার উপকার কেউ পাবে না, উত্তরে বললাম হা... বুঝি। তবে তাহল পলিট্রিক্স, এই কথা শুনে বললেন এটাতো মহামারী রোগ, বাংলাদেশে যে পলিট্রিক্স প্রচলন আছে তাতো এই মহামারী রোগ। এইজন্য বলেছেন, তবে কি করবো ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু করে গেলে এইটা বেশি দিন থাকবে না। আমাদের সমাজে সহনশীলতা দিনদিন কমছে, তাছাড়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগতভাবে কিছু এটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয় না বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত হয় না, পৃথিবীতে যত কিছু হয়েছে উন্নত বা অনুন্নত সবকিছুর মূলে পলিট্রিক্স। আর ধর্মীয় অনুশাসনকে নষ্ট করে আমাদের আরাম-আয়েশ বাড়ানোর জন্য, কোথাও হয়েছে সড়ক, কোথাও হয়েছে শহর-বন্দর। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট না করে করলে আমি কিছু বলতাম না। মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য যে দেশ সমূহ চিন্তা করছে এবং দিতে শুরু করেছে সেদেশ ও

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৭

সমাজ আজ সাবলম্বী। সেদেশ সমূহের মানুষের মধ্যে পলিট্রিক্সের উপর মহামারী রোগ নেই।

যারা দেশের বাহিরে চলে গেছেন। তারা আর দেশের ভিতর থেকে কোন কিছু করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এই হল সাধারণ মানুষের কথা, এই রাজনৈতিক মহামারী থেকে সমাজের মানুষ যতক্ষণ স্বাধীন না হতে পেরেছে, ততোদিন শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী, দিন মজুর সকলকে চিন্তায়ুক্ত হয়ে দিন রাত কাঁটাতে হয়। সব স্থানে যেন একটি ভয়ভীতি নিয়ে থাকতে হয়। এইসব অবস্থা হয়েছে পলিট্রিক্সের কারণে। আমাদের সমাজের ৯০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স করতে চান না এবং এই ৯০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিতে রাজি নয়। কারণ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিয়ে কোন কাজকর্ম বা রোজী রোজগার হয় না এই জন্য।

অন্যান্য পেশার জন্য শিক্ষা অর্জন করে সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা যারা করেন এবং যাদের কাছে সর্বময় ক্ষমতা থাকে শুধু তারাই ১০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স করেন এবং দেশের মানুষকে শাসন করে থাকেন। মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে ইতিহাস থেকে। শতশত বৎসর হতে যত সব দেশ ও সমাজ ১০ ভাগ মানুষ দ্বারা শাসিত হচ্ছেন তারা সাবলম্বী হতে পারে নাই। আর যেসব দেশে ৯০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিয়ে সমাজে সববাস করেন এবং সকল রাষ্ট্রীয় কাজে সিদ্ধান্ত নিতে অংশগ্রহণ করেন, তারাই দেশ ও সমাজকে সহনশীল করে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই আমি আহ্বান করি সকল মানুষ তার অধিকার সম্পদে সচেতন হওয়ার জন্য, পলিট্রিক্স শিক্ষা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা, পলিট্রিক্সই সমাজের প্রতিদিনের কাজ সম্পাদনা করে থাকে। তুমি না চাহিলে অন্যজন করবে।

কোন এক দলকে সমর্থন করে বসলেই পলিট্রিক্স জানা হয় না। প্রতিটি দলকে জানতে পারলে ভাল হয়। তাদের কর্মসূচি কি এবং এই কর্মসূচি থেকে আমি সাধারণ মানুষ কি সুযোগ-সুবিধা বা কি কি উপকার পাবে, সত্যিই কি সম্ভব এবং তা কি প্রকারে সম্ভব? যেমন গণতন্ত্র দেওয়া হবে বা গণতন্ত্র চাই এই শব্দ শুনে কি পাব এবং গণতন্ত্র কি কি প্রকারে ব্যবহার

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৮

করার জন্য চাচ্ছি এবং কি কি উপকারে আসবে, এই প্রশ্ন নিজেকে করতে হবে। তারপর আসে কথায় কথায়, সমাজতন্ত্র চাই, সে বা কি কয়জনই বুঝে, এই শব্দ বুঝার জন্য কত কাটখড় যোগাড় করতে হয়। তারপরও শেষ নাই। এত লম্বা কাহিনী বুঝে উঠা সবার পক্ষে কি সম্ভব? এই স্থানে আমরা যদি বলি আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র চাই, তাহলে তা কি প্রকারে বুঝানো হত, কি কি উদাহরণ দিলে বুঝাতো, এবং কি কি উপকারে আসতো তা জানার জন্য প্রশ্ন করা শিখতে পারলে ভাল। তারপর ব্যক্তি মালিকানা চাই এই দাবি কেউ করতে শুনি না, অর্থনীতির ভাষায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা কেউ চায় কি না। অতপর আমাদের দেশও সমাজে ব্যক্তি মালিকানা ও পৌষ্টি মালিকানা, প্রতিষ্ঠানিক মালিকানা এবং আদিপত্যবাদী আছে।

তবে হরেক প্রকার মালিকানা বহু প্রকার আদিপত্যবাদ, প্রভাব খাটানো হয়ে থাকে। তারপরও ৯০ ভাগ মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিলে এবং সকল পেশার মানুষ যোগ দিলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেতনা থাকিলে ৯০ ভাগ নাগরিকদের সমর্থনে সরকার গঠিত হলে সরকার তার নাগরিকদের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করে সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। আমাদের দেশে গৃহস্থ পরিবার সারাদেশ জুড়ে আছে তাদের মালিকানা আছে এবং থাকবে, শুধু তারা যাদের শ্রমিক নিয়োগ করে থাকেন তাদের এবং যারা নিজে অন্যান্য পেশায় গিয়ে থাকেন এবং সকল শ্রেণির পেশাজীবীদের জন্য সরকার যে কর আদায়ের ব্যবস্থা করে, সেখান থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রের সকল সুযোগ দিতে পারে।

সরকারী মালিকানাকে মূলতবীকরতে পারে। সরকারী মালিকানার সকল কল-কারখানা বা লোকশান প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে সঠিক মূল্য আদায় করতে পারে। অথবা ভাড়া আদা করতে পারে। আর কল্যাণ রাষ্ট্রে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নাগরিকদের শরীর চর্চা করার জন্য প্রচুর পরিমাণ উন্মোক্ত বিনোদনমূলক খোলামেলা পার্ক স্থাপন করা অতি জরুরি। আমার গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করে সকল দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের কাছে দিব। এতে নাগরিকগণ সুস্থ সবল হয়ে থাকবে এবং মন প্রসন্ন হবে, সঠিকভাবে সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৬৯

কৃপনতা কমাতে হবে। সকলের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হলে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারবো।

পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা পড়তে ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কাজ হওয়া প্রয়োজন, তার এলাকার জনগণের মতামত নিয়ে তাদের সর্বসম্মতি নিয়ে এমন কিছু করতে হবে, নয়তো এমন একটি পরিস্থিতি দাড়াবে সবকিছু ইটের জঙ্গল দাড় করানো হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করে দিবে। এটা হয়ে যাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং টাকার হরিলুট শুরু হবে। তারপর এত টাকা ঋণ দিয়ে মানুষকে মহা সমস্যায় ফেলে দেয়া হবে। বর্তমানে শহরে-বন্দরে এমন হচ্ছে যে, যেসব কারণে দুর্নীতির অসুস্থ বাণিজ্য মানব চরিত্রের সব ধরনের কলকজা দূষিত হয়েছে। এই থেকে গ্রাম-অঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে। এই পরিকল্পনা মানুষের কাছে আসবে না, শুধু সরকারে প্রসংশা পাওয়ার জন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সকল পেশায় নিয়োজিত লোকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাশীল করে তোলার ব্যবস্থা করবে। আর আইন পেশায় যারা সেবা প্রদান করে থাকবেন, তাদেরকে মানুষ আত্মমর্যাদাশীল হিসাবে দেখতে পায়, সেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে দেশের মানুষের ভয়-ভীতি দূর হবে। আইনের কাছে যাবার জন্য সাহসী হবে এবং সন্তুষ্টজনক বিচার পাবে।

আইন পেশায় সেবা প্রদানকার একজন আইন পেশার মানুষ ও বিচার বিভাগীয় লোকজন তারা সকল অন্য সাধারণ নাগরিকদের থেকে আলাদা। তারা অনেক অনেক মর্যাদাশীল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনই দেখা যায়। তাদের কাছে টাকা উপার্জন করাটা মূল উদ্দেশ্য হয় না।



নদী ভাঙনের এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব

গ্রাম-গঞ্জের সড়কগুলো এই প্রকারে রাখলে গ্রাম বাংলা থাকবে, রাস্তা

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭০

হলেই শহর হবে তখন আর উপায় থাকে না। নদী ভাঙ্গনে সর্বসান্ত মানুষের পাশে দাড়ানোর আবেদনটি আমি করেছি। আমি শতবার বলছি গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে একটি বার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দিন। আমার গবেষণা মত কাজ করে দেশকে মানুষের মনের মত করে গড়ে তুলবো। আমি নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারবো এবং যেগুলো ভেঙ্গে নদী গর্ভে চলে গেছে সে গুলোকে পূর্ণ উদ্ধার করবো।

বিশাল আকারে জমি উদ্ধার করে সেখানে নতুন করে গ্রাম বানিয়ে দেব। মানুষের কর্মসংস্থান করে দেব, জীবন-জীবিকা পরিচালনা করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তৈরি করা হবে। মানুষের ইচ্ছা হলে আখাংজা পূর্ণ হয়। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের উন্নতি হলেও সমাজের মানুষের উন্নতি হচ্ছে না। মানুষের এমন পতন কেন? তার উত্তর খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের কৃষি প্রধান দেশ যেখানে গৃহস্থ পরিবারগুলোর একটা প্রধান্যতা ছিল, যা এখন আর তেমন নেই। এখন শিল্প কল-কারখানা হচ্ছে, কৃষি কাজে লোক পাওয়া দুশকর ব্যাপার। কল-কারখানায় লোকজন চলে গেছে। তারপরও কোন প্রকার গৃহস্থ পরিবারগুলো চলছে। আমি পুরোপুরি ভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালনা করি, সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করতে পারবো এবং আমার সরকার গঠন করতে সামর্থ্য হলে দেশের প্রতিটি এলকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে এক একটি শহর গড়ে তুলব।

পরিকল্পনা করে গ্রাম ও শহর হবে আগামী দিনের জন্য। মানুষ যাতে করে স্বস্তিতে বসবাস করে জীবন-জীবিকা করতে পারে। ব্যক্তি মালিকানা অনেক উন্নতমানের হতে পারে এবং জনসেবা দিতে পারে। সরকার যদি সঠিকভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। সরকারের প্রশাসন যখন দুর্বল থাকে তখন জনগণ উন্নত জীবন-যাপন কামনা করতে পারে না। সমাজে সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয় নেমে আসে। আমার কাছে মোটেও অসম্ভব মনে হয় না, যে সমাধান করা যাবে না। রেলের দিকে তাকালে যে চিত্রটি দেখতে পাই তা তো বহু যুগ ধরে দেখছি। সমাধান করার কর্তৃত্ব আসলে সমাধান করে দিতাম। ব্যক্তি মালিকানা সকল ক্ষেত্রে আসলে আমাদের দেশের চিত্র বদলে যাবে কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চার স্তরে বিকেন্দ্রীয়করণ করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াটা হবে বড় কাজ। সে জন্য ৩০০ জন সংসদ সদস্য

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭১

মনোনীত করতে হবে। আমি যেহেতু টাকার খেলার মধ্যে নেই, সেহেতু মানুষের মনোনয়ন করা হবে প্রধান আলোচ্য বিষয়। বর্তমান ব্যবস্থা হলো টাকা পয়সার খেলা আর এই বাস্তবতা থেকে মুক্তি চাই বলে টাকার খেলা খেলতে চাই না। এখন হলো জনগণের চাওয়া পাওয়ার বিষয়। সমাজে প্রতিটি স্তরে স্তরে টাকা ছাড়া কিছু হয় না। এই চাহিদা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, আমাদের মনবলকে গড়ে তুলতে হবে, শক্তি অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে, শুধু ধৈর্য ধরে বসে থাকলে কোনদিনই সমাধান আসবে না।

আমার সরকার ব্যক্তি মালিকানাকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজ্যের সকল স্তরে কল্যাণ রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা নিবে। সকল নাগরিকদের অধিকার সক্রিয় হয়ে থাকবে। জ্ঞান অর্জন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেব না। জ্ঞান অর্জন হতে থাকলে অবহেলিত হয়ে সমাজে থাকতে হবে না। তাই আমার এই লেখাটি যারা পড়ছেন তাদেরকে জানাই অনুরোধ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষা অর্জন করে জ্ঞান অর্জন করে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। নিজ নিজ এলাকা থেকে সমাজকে দেখেন। সমাজের অবক্ষয় রোধ করার জন্য চিন্তা ও গবেষণা করলে সমাধান আসবে।

আমি মনে প্রাণে চাই যে, বাংলার জয় হউক, বাংলার মানুষের জয় হউক। ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়ে থাকলে অপচয় কম হয়। আমাদের সকল সরকারী ব্যবস্থাপনায় অধিক জনবল রাখা হয়। শুধুমাত্র সরকার নিজের সম্ভবতার জন্য। সকল ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় এনে পরিচালিত হলে, এই ঝামেলা থাকবে না, যদি বলেন ব্যক্তি মালিকানায় শোষণ হয় বেশি তা দেখার জন্য সরকার ও তার নীতিমালা প্রয়োগ থাকবে। দেখেন আমি যখন রাজধানী থেকে সোহাগ পরিবহনে উঠলাম ৪০০ (চারশত) টাকার টিকেট নিয়ে তারপর কোচটি গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে ছাড়ল। যতটি সিট আছে ততজন লোক কোন ঝামেলা ছাড়াই কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছালাম।

অন্যদিন রাজধানী থেকে যাওয়ার জন্য একটা সরকারী যানবাহনে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭২

উঠলাম। তারা দিনের ২টায় উঠলাম সন্ধ্যার সময় ছাড়ল রাত্র ১টায় গিয়ে পৌঁছলাম। যখন আসলাম তখন আবার যে পরিবহন পেলাম তাদের কাছ থেকে ২০০ (দুইশত) টাকার টিকিট নিলাম মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজধানী আসলাম কোন অভিযোগ ছাড়াই। ব্যক্তি মালিকানায় অনেক অভিজ্ঞ পরিচালক থাকেন, আবার ঝুপড়ি থেকে এসে যখন পরিচালক বনে যায় তখন সমস্যা হয়। তবে সরকারী ব্যবস্থাপানা যখন সবল থাকবে তখন নিয়ন্ত্রন রাখা সম্ভব। আমাদের শহর-বন্দরে পথশিশু দেখা যায় তাদের মূল থেকে ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

যদি নিজে নিজেকে ভালবাসতে শিখি। আর নিজের রক্তকে যেখানে সেখানে ফেলে না দেই। অর্থাৎ নিজেকে নিজ সংবরণ করতে শিখে নিতে পারলেই সমাজের উপকারে আসবে। শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য যে ডাক দেয়া হয়েছিল তা সাম্যরাজ্যবাদীদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছিল। এখন আমরা নিজ নিজ দেশের সরকার দ্বারা শোষিত হয়ে থাকি। আর এই শোষিত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতিটি কাজের জন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থা আনতে হবে।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে আমাদের কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে। তাদের সঙ্গে আমরা নাগরিকগণ অংশ গ্রহণ করা শিখতে হবে। নিজেদের ভাবনাকে সকল মানুষের সুবিধার জন্য তৈরি করতে পারলে নিজের মঙ্গল আসবে। অপরকে সকল কাজের সুবিধা করে দিয়ে দেখুন নিজের মধ্যে কতো আনন্দ কতো শান্তি পাওয়া যায়। আসুন আমরা একে অপরকে নিয়ে একটু ভাবতে চেষ্টা করি। একে অপরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে সমাজের মানুষের অবক্ষয় কমে আসবে। এই জন্যই রাজনৈতিকভাবে কাজ করলে সংঘটিত ভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ব্যক্তি মালিকানার জায়গায়। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভাল হবে সরকারী মালিকানার জায়গায়। অনেককিছু ইউনিয়ন পরিষদ মালিকানায় থাকবে। এতে করে অপচয় কমে আসবে।

একটি পৌরসভা অথবা একটি সিটি কর্পোরেশন বর্তমান যুগে ৫০০ কোটি টাকার কর আদায় করে থাকে এবং সেই অনুযায়ী তারা বড় আকারে বাজেট করেন। এই অর্থ ব্যয় করেন উক্ত সিটি কর্পোরেশন বা পৌর

এলাকার নাগরিক সুবিধা দেওয়ার জন্য, কিন্তু নাগরিকগণ কতটা অংশগ্রহণ করেন। তাদের মতামত বা যুক্তি সঙ্গত দাবী-ধাওয়া তুলে ধরেন বা যে যে স্থানে সমস্যা আছে, অভাব অভিযোগ আছে তা নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন বা তা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় বা তারা মতামত প্রকাশে কতটুকু নাগরিক অধিকার ভোগ করে থাকেন বা সচেতনতা কাজে লাগাতে পারেন।

অবকাঠামো গত উন্নয়ন: দারিদ্র বিমোচন, তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নাগরিক নিরাপত্তাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করলে নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করিতে পারতেন। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত আছে কিনা বা প্রয়োজনের চাইতে বেশি অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা অথবা আর কি প্রকারে উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা করে ভেবে চিন্তে সেবা প্রদান করাটা খুবই জরুরি। কারণ পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই হাতুড়ি ডাক্তার অপারেশন করছেন অথবা যতটুকু পাওয়ার ছিল তা পায় নাই।

কিভাবে প্রদান করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে... তাতে ক্ষতি কি? এক সার্জারী ৪ জন ডাক্তার ও সহকারী দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাটি প্রদান করা যায় ভালভাবে এবং একটি পৌর এলাকায় বা সিটি কর্পোরেশন বিনা পয়সায় বা খুব সহনীয় একটি ফি দিয়ে স্বাস্থ্য সেবাটি দেওয়া সম্ভব হলে জনগণের কর সার্থক হতো। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ব্যবস্থা নিলে শিক্ষকদের বেতন এই করের টাকা হতে দেয়া হলে সহজ হত বেতন পাওয়া এবং তাদের অধীনে আসনে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারতেন এবং ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের জন্য ব্যাপারটা সহজ হতে পারতো। এই ব্যবস্থা তদারকি করলে সমাজের মানুষের মন-মানসিকতা অনেক উন্নত ও ধর্যশীল হতো।

শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করলেই মানুষের কর্ম-সংস্থান বেড়ে উঠবে। একটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকায় একে অপরের সেবা পৌঁছে দিতে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তা সঠিকভাবে করলে কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তা দেখার বিষয়। আবাসন ব্যবস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান সকল অবকাঠামো দিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে তৈরি করলে প্রতি বৎসর অবকাঠামোর জন্য টাকা ব্যয় করতে হয় না। এটা জনগণের নামে ব্যয় দেখিয়ে অপচয় করা ছাড়া কি হতে পারে। প্রতি বৎসর রাস্তা মেরামত, খাল-বিল সংস্কার ইত্যাদির জন্য একবার কাজ করলে অন্তত ৫ বছর তো যাওয়ার কথা, তা ছাড়া জলাবদ্ধতা একটা সমস্যা তৈরি করা হয়েছে বলতে হয়। এই জন্য পরিকল্পনার সময় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে ট্রেকার ব্যবস্থা না রেখে রাস্তা তৈরি বা আবাসন তৈরি করা হয় বলে এই জলাবদ্ধতা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়। রাস্তা তৈরির সময় অনেকটা গবেষণা না করেই মাটি ঢেলে উঁচু করে সড়ক তৈরি সহজে শেষ করা হয়। ব্রিজের নিচ দিয়ে আর নৌকা চলাচল করতে পারে না। বেশি ক্ষেত্রে কালভাট তৈরি করে সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে মনে করি।

আমাদের নাগরিকদেরকে কোন পরামর্শে অংশগ্রহণ উৎসাহ করা হয় না। এইজন্য নাগরিকদেরকেই কষ্ট সহিতে হয়। এসব কর্ম-পরিকল্পনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এটা কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানেন এবং কত প্রয়োজন তাও জানেন। তারপরও তারা করতে চায় না। ভারত এই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে, অন্যান্য দেশও তা করে থাকে। আমাদের কর্তৃপক্ষ করে না। মনে হয় টাকার খেলা কম হয় নাই এই জন্য উৎসাহ নাই। আমার সরকার উৎসাহ বাড়াতে পারে বরং সমাধান দিবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পৌর এলাকা এবং সিটি কর্পোরেশন হওয়া প্রয়োজন এবং নিজ নিজ খরচে কর্তৃপক্ষ এটা চালাতে পারবেন। তারা চাইলে পারবেন, সরকার এই ব্যাপারে অযুহাত না দেখালেও পারবেন।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার

ইউনিয়নবাসী, আমি সকলকে আহ্বান করি, একটু বেশি করে নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে জোরালো করে তোলার জন্য এবং একটি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা পালন করার জন্য। আমাদের দেশের যত কাজ গ্রহণ করা হয় সবই অল্প সক্ষম ব্যক্তি বিশেষের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তোলার জন্য হয়। বিশাল জনসাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখা হয় না। বিভিন্ন প্রকল্প স্থানীয় জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে করা হয়। এইসব প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদ

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭৫

ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে নাগরিকদের অনুমতিক্রমে নিতে হবে বলে দাবী রাখি। যত সব পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, বাজেট করা হয় প্রতি বৎসর, এই অর্থ জনগণের মতামতের উপর খরচ করতে আমার সরকার আইন তৈরি করবে। জনগণের এই টাকা জনগণের জন্য ব্যয় করতে হবে। উৎপাদনহীন প্রকল্প থেকে বিরত থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অযথা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এই অর্থ থেকে অনেক মানুষকে সাহায্য সহায়তা দেওয়া যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষার আলো সকলের কাছে পৌঁছানো যাবে। পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি ইউনিয়নকে সাজানো গোচানো করে তোলা যায় এবং আবাসন ব্যবসা নতুন করে গড়া যায় নতুন প্রজন্মের জন্য। আবাসন ভাড়া আদায় করা হবে, যেগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানাথ থাকিবে, যত খালি বাড়ি পড়ে আছে এইসব বাড়িগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য আইন করা হবে। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজে যে পরিমাণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা আমার সরকার বাস্তবায়ন করার জন্য। সকল ইউনিয়ন পরিষদে ৫০০ থেকে ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান করে দেয়া হবে। ইউনিয়ন পরিষদ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রক্ষনাবেক্ষণ এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, অবসর ভাতা ও আনুসঙ্গিক ইত্যাদি প্রদান করবেন।

বর্তমান সময়ে দেশের নাগরিকগণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও আর্থিক সহায়তা করে আসছেন। তাদের অবদানে আজ আমরা লেখা-পড়া শিখতে পেরেছি, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব দিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়ন সাধন করা সহজ হবে বলে মনে করি। ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ তা পরিচালনা করবেন। সকল গ্রাম থেকে এক একজন করে প্রতিনিধি রাখতে হবে। কারণ হিসাবে বর্তমান সময়ে যে সব প্রতিষ্ঠান রূপান্তর করা হয়েছে এবং গত ৫৩ বৎসর ধরে চলছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এইগুলো থেকে কোন উন্নতমানের সেবা নেই এবং আর্থিক লোকসান সব সময়ই লেগে থাকে, তারও কারণ আছে। আমরা গ্রাম-গঞ্জের মানুষ মালিকানা বুঝি এবং সম্মান করি। আমাদের আত্মমর্যাদা অনেক বেশি।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭৬

আমাদের কৃষি জমির উপর যে প্রকারে আঘাত করা হচ্ছে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে আমরা রক্ষা করব এবং রাখব। সকল ব্যবস্থার কেন্দ্র ব্যক্তি মালিকানা রক্ষা এবং চালিয়ে যাওয়া, সকল প্রকার কর দেওয়া এবং সকল প্রকার প্রশিক্ষণ দিয়ে চলমান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রাখা হবে। নতুন প্রজন্মকে সৈনিকের মত করে গড়ে তোলা হবে।

My Mother Land is in Risk (মাতৃভূমির প্রতি অন্যের নজর পড়েছে) সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন যোগ করে বিকেল বেলায় ফলমুলের বাগানে বসে লেকচার শুনা যেতো, তাহলে অনেক বেশি মনোযোগ সহকারে বুঝা যেত, কারণ এ বিষয়গুলো সকল মানুষের জীবন-যাপনের সাথে সংযুক্ত। বিষয়গুলোর মধ্যে যখন রদবদল হয়, তখন সকল পরিবারের অভাব কমে বা বাড়ে, কর্মসংস্থান হয় বা কমে, আবার এই বিষয়গুলো কি প্রকারে কাজ করে, তা আমরা আনেকেই জানি না। তাই যারা বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেন বা অতীতে করেছেন বা ইচ্ছা হয় নিজে জানা, তারা যদি বিকেল বেলায় সময়টাকে গ্রাম-গঞ্জে মহল্লায়, পাড়ায় মানুষকে নিয়ে বসতেন, এই বিষয়গুলো কি প্রকারে মানুষের উপর প্রভাব রাখে তার অতীত ইতিহাস, অর্থাৎ গত ৫ বৎসরের ইতিহাস শুনানো হতো, ব্যাখ্যা করে বোঝানো হতো, বিকেল বেলায় ফলমুলের বাগানে বসে। তা হলে সারা মাতৃভূমি এক বাগানে রূপ ধারণ করতো। আর সকল মানুষ জেনে শুনে উপকৃত হতো। সারা সমাজ মহাবিদ্যালয়-এর প্রভাব দেখতে পেতো, কারণ মহাবিদ্যালয় ছাড়া এই বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

আবার পাঠ্য পুস্তকে সকল ইতিহাস পুরোপুরি থাকে না, তাই অন্য স্থান বা পাঠ্যক্রমের বাইরে গিয়ে অধ্যয়ন করলে আরও বেশি জানা যায়। দিনের বেলায় অধ্যাপক যা বুঝালেন তা যদি বিকেলে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়, তখন নিজের থেকে জ্ঞান দান সমাজে নাগরিকগণ আনন্দের সাথে উপভোগ করে উপকৃত হতে পারতো, এমন হলে শিক্ষাদান করে শিক্ষক ও অধ্যাপক হওয়া সম্ভব। কোন এক সময় সমাজ অগ্রসর হতে হলে অনেক শিক্ষাদান প্রয়োজন, এতে নিজে ও উপকৃত হওয়া যায়। সমাজে দূরদৃষ্টি ও স্বস্তিরতা আসে। জ্ঞান বিকাশে দক্ষ হওয়া যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭৭

সম্পদশালী হয়ে থাকলে, নিজ ও অপরজন শান্ত হওয়া সম্ভব এক যুগে তা হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সমাজ সম্পদশালী হয়ে তারা স্বস্তিতে আছে। আর্থিক নিরাপত্তা আছে। এক নীতিমালায় তারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন, পাহাড়ে আসবাবপত্রের জন্য গাছ হয়ে থাকে আর মানুষের আশে-পাশে ফলমুলের গাছ বৃক্ষ থাকল কোন পথিকের জন্য ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হতো। এইসব বিষয় অধ্যয়ন করা ও মানুষকে বুঝাতে হবে। মানুষের ৫ (পাঁচ) শত বৎসরের ইতিহাস বুঝতে একশত বৎসর কেটে যেতে পারে। মানুষ জানার আনন্দ হারাবে না। এরই মধ্যে মানুষের জীবন-যাপন সংযুক্ত প্রতিদিন, তাই তারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা মহাবিদ্যালয়ের আলোচনা শুনতে বসে পড়বে। আর একটি জোট হতে পারে, সকলই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ আসতে পারে, শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য হবে না।

সকল পরিবার সম্পদশালী হয়ে থাকা সম্ভব হলে, চাকুরীর প্রধান উদ্দেশ্য হতে না পারে। আর বিদ্যা অর্জন তা এনে দিতে পারে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সব বিষয়ে বা কর্মে দক্ষ জরুরি নয়, তবে বিদ্যা অর্জন এবং মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত পড়তে পারা গেলে সকল বিষয়ে পুরো ইতিহাস জানা ও জানানো সম্ভব হতে পারতো। একটি মানব সমাজ ফলমুলের বাগান তৈরি করে সজীবতা আনতে পারতো। বিভিন্ন জাতির পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস জানলে স্বস্তিরতা আসতে পারে। তাদেরও আমাদের মত মানুষ হতে কত না কষ্ট করতে হয়েছে। তবে রাষ্ট্র ও তার নাগরিক সম্পদশালী না হলে স্বস্তিরতা আসা সম্ভব হয় না। তাদের অনেক সমাজে যথেষ্ট সম্পদ হয়েছে নিজেদের জন্য স্বর্ণমুদ্রা জমা করা হয়েছে জাতীয় ব্যাংকে। তাদের নাগরিকদের ভরণ-পোষনের ক্ষমতা রাখে রাষ্ট্র।

আমাদের মাতৃভূমির প্রতি অন্যদের নজর পড়েছে কৌশলে যদি আধিপত্য বিস্তার করতে যায়। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশকে যখন মরুভূমি তৈরি করবে, তখন আমরা কি করে বাঁচব, জীবন-যাপন করতে অন্যদের কৌশলের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে, যা থেকে বের হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। ইংরেজ শাসন আমল যদিও শেষ হয়েছে, তবুও শেষ হয় নাই। আর কত জন মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭৮

সেই পৰ্তুগিজ আমলের ইতিহাস থেকে শুরু করলে দেখা যায় সকলেই সওদাগর ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে সারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল। আর আমাদের প্রায় সকল রাজা বাদশা সায় দিয়েছিলেন, তবুও তাঁদের রাজত্ব রাখতে পারেন নাই।

সম্পদ নিয়ে মুদ্রা দিয়ে গেলে, মরুভূমি বানালে, স্বর্ণমুদ্রায় আহার করা যায় না। নিজের সম্পদ না থাকলে কর্মও থাকে না, তারপর কর্ম চাই কর্ম চাই বললেই কেউই শুনবে না। সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মুদ্রার লোভ দেখিয়ে হয়ে থাকে। এই জন্য মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সরকার, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে জীবন-যাপনকে। আর এইসব কারণে নাগরিকগণ রাষ্ট্র তৈরি করে রাষ্ট্রের ভিতর সুচিন্তা করা, সকল নাগরিক সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে মনযোগ দেয়া হলে রাষ্ট্র ও নাগরিক স্বস্তিরতা পায়। রাষ্ট্রের ভিতর কি হয় নাগরিকগণ জানতে হলে তখনই মহাবিদ্যালয় থেকে বিদ্যান মানুষের সাথে জ্ঞান বিনিময় করা হলে সমাজ উপকৃত হতে পারতো, মানুষের বয়স বড় এক ব্যাপার। বয়স হলে জীবন-যাপন পরিবার পরিজন, পাড়া-পড়শী সকলকে নিয়ে একটু ভাবতে সহায়তা আসে। তখন দেখা যায় অনেক ব্যাপার একার পক্ষে কিছু করার থাকে না, আবার মনবল রাখা সম্ভব হয় না। একার পক্ষে অনেক কাজ কর্ম হয়ে থাকে না।

সমাজ ঐক্যতায় থাকলে দৃঢ়সংকল্প করতে পারে, চিৎকার করতে হয় না, আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তা আনতে পারলে, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলে, নৈতিকতায় চললে, সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে সমাজ স্বস্তির হয়ে থাকতে পারে। রাষ্ট্রের ভিতর আর নাগরিকদের অভাবী রেখে প্রশাসন কাজ চালানো যায় না। আবার তার নাগরিকদের সম্পদশালী করে প্রশাসন কাজ পরিচালনা করতে অতি সহজ হয়। এটা হল সমাজ রাষ্ট্র যে প্রকারে নিতে চায়, শিশুদের কেউ শাস্তি প্রদান করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আবার কেউ আদর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে নৈতিকতায় পরিণত করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আদর করে বুঝালে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

তারপর একে আপরকে মর্যাদা দিতে থাকে। কৃপনতা করে না, অপরের

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল ■ পৃষ্ঠা নং ০৭৯